বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২৪-২০২৫

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪-২০২৫

প্রধান পৃষ্ঠপোষক:

জনাব আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া
মাননীয় উপদেষ্টা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পৃষ্ঠপোষক:

জনাব মোঃ মাহবুব-উল- আলম
সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা:

ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান
মহাপরিচালক (গ্রেড-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

প্রধান সম্পাদক:

জনাব এম এ আখের
যুগ্মসচিব
পরিচালক (প্রশাসন), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

সম্পাদক মণ্ডলী:

জনাব প্রজেষ কুমার সাহা, উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
জনাব মোঃ সেলিমুল ইসলাম, উপপরিচালক (প্রশাসন), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, উপপরিচালক (অডিট), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
জনাব ফরিদা ইয়াসমিন, উপপরিচালক (বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও যুব সংগঠন)
জনাব মোঃ শাহীনূর রহমান, উপপরিচালক (পরিকল্পনা), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
জনাব ইকবাল-বিন-মতিন, উপপরিচালক (সিড ফাইন্যান্সিং), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক (প্রশাসন), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ:

জনাব মোঃ নূর-ই-আহসান
গ্রাফিক ডিজাইনার

কম্পিউটার কম্পোজ:

জনাব শাহনাজ আহম্মেদ সাথী
অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

আলোকচিত্রী:

জনাব মোঃ লুৎফর রহমান
ফটোগ্রাফার

উপদেষ্টা
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪-২৫' প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বাংলাদেশের ইতিহাসে তারুণ্য সবসময়ই ছিল জাতীয় অগ্রযাত্রার মূল প্রেরণা। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং সাম্প্রতিক ছাত্র-জনতার জুলাই গণঅভ্যুত্থান- প্রত্যেক ঐতিহাসিক মুহূর্তে যুবসমাজের অবিচল সাহস ও অগ্রণী নেতৃত্ব এ ভূখণ্ডের মানুষকে অন্যায়, স্বৈরাচার ও শোষণের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়-তারুণ্যের শক্তিই জাতীয় অগ্রগতির সবচেয়ে দৃঢ় ভরসা।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের বিজয় আমাদের সামনে রাষ্ট্র ও সমাজ পুনর্গঠনের নতুন বাস্তবতা উন্মোচন করেছে। এই বাস্তবতায় যুবসমাজকে কেন্দ্র করে জাতীয় পুনর্জাগরণের রূপরেখা নির্ধারণ করা হয়েছে। রাষ্ট্র সংস্কার, অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার, সামাজিক ন্যায়বিচার ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করার প্রত্যেকটি উদ্যোগে যুবসমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ।

আজ আমরা এমন এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছি, যেখানে যুবসমাজের সম্ভাবনা কাজে লাগানো জাতীয় কর্তব্য। একটি আধুনিক, গণতান্ত্রিক ও ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনে দক্ষ, প্রযুক্তিনির্ভর ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ যুবসমাজের বিকল্প নেই। এই উপলব্ধি থেকেই যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কৃষিভিত্তিক, কারিগরি ও প্রযুক্তিভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুব শক্তিকে কর্মক্ষম ও উৎপাদনশীল মানবসম্পদে রূপান্তরের কার্যক্রম নিরলসভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। এর মাধ্যমে দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে।

অধিদপ্তরের কার্যক্রম শুধু অর্থনৈতিক দিগন্তেই সীমাবদ্ধ নয়; এটি সামাজিক পরিবর্তনেরও অগ্রদূত। নিবন্ধিত যুব সংগঠনগুলোর মাধমে পরিচালিত পরিচ্ছন্নতা অভিযান, রক্তদান কার্যক্রম, দুর্যোগকালীন সহায়তা, মাদকবিরোধী কর্মসূচি এবং বাল্যবিবাহ ও যৌতুকের বিরুদ্ধে আন্দোলন-সবই যুবসমাজকে দায়িত্বশীল সামাজিক নেতৃত্বের উৎকৃষ্ট উদাহরণে পরিণত করছে।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাস্তবায়িত যুব কার্যক্রম নিয়ে প্রণীত এই বার্ষিক প্রতিবেদন শুধু একটি নথি নয়; এটি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীল কর্মপরিকল্পনার এক সুস্পষ্ট দলিল। এ প্রতিবেদনে বিদ্যমান সাফল্যের পাশাপাশি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের চিত্রও সংযোজিত হয়েছে, যা সারাদেশের যুবসমাজ, নীতিনির্ধারক এবং উন্নয়ন সহযোগীদের জন্য সমানভাবে প্রাসঙ্গিক ও কার্যকর হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আমি আশা করি, এ প্রতিবেদন প্রকাশনার মাধ্যমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকাণ্ড নতুন মাত্রা লাভ করবে এবং জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যুবসমাজের ভূমিকাকে আরও সুদৃঢ় করবে। এ মহৎ উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আমি জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া

সচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর চিরসবুজ যুব সমাজই জাতির উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রধান চালিকা শক্তি। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে প্রবর্তিত বর্তমান সরকারের কর্মসংস্থান সৃজনকে গুরুত্বারোপ করে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায়, দারিদ্র্য, অপুষ্টি, ক্ষুধা, নিরক্ষরতা, শোষণ, দুর্নীতি নির্মুল ও বেকারত্ব নিরসন, সামাজিক বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধ এবং টেকসই উন্নয়নে আমাদের যুব সমাজের নিবিড় সম্পৃক্ততা ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব অপরিহার্য।

বেকারত্বের কবল থেকে দেশের যুব সমাজকে রক্ষা করে আত্মকর্মসংস্থানমূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করে আত্মকর্মী হিসেবে গড়ে তোলা, সর্বোপরি তাদের জীবনমানের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। যুব সমাজকে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তরের লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর কারিগরিধর্মী এবং কৃষিভিত্তিক বহুমাত্রিক প্রশিক্ষণ অব্যাহত রয়েছে। পাশাপাশি চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তরুণ সমাজের মেধা ও সৃজনশীলতাকে উৎপাদনমুখী কাজে লাগাতে সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ কোর্স অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

যুব সংগঠনসমূহের মাধ্যমে নেতৃত্বের বিকাশ ও জনসচেতনতামূলক কর্মকাণ্ডকে আরও গতিশীল ও কার্যকর করতে দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় স্বীকৃতিপ্রাপ্ত যুব সংগঠন রয়েছে। এসব যুব সংগঠনসমূহকে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। প্রতি বছর যুব দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সফল আত্মকর্মী এবং শ্রেষ্ঠ যুব সংগঠক ক্যাটাগরিতে জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে যুবদের অনুপ্রাণিত করা হয়।

এ প্রতিবেদনটি এক দিকে যেমন বছর ব্যাপী সারা দেশে যুব কার্যক্রম বাস্তবায়নে একটি দর্পণের ভূমিকায় জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবে,অপরদিকে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে সকলকে সম্যক অবহিত করবে বলে আশা করি।

বর্তমান সরকার দেশের সকল নাগরিকের জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি ও বৈষম্য দূরীকরণের মাধ্যমে নতুন বাংলাদেশ গঠনের দৃঢ় প্রত্যয়ে কাজ করছে। এ লক্ষ্যে নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণের পরিকল্পনায় তরুণ যুবদের জন্য একটি শক্তিশালী ও টেকসই কাঠামো গড়ে তুলতে সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কর্মোদ্দীপ্ত যুব সমাজই জাতির উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করবে বলে আমি প্রত্যাশা করি।

পরিশেষে বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪-২০২৫ প্রকাশনার সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মোঃ মাহবুল-উল-আলম

মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

বাণী

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

তথ্যের অবাধ প্রবাহ উন্নয়নের অন্যতম চালিকা শক্তি। জনসাধারণের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা থেকে প্রতিবছর যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যাবলির বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের চেতনাদীপ্ত হয়ে নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় জনগণের সর্বাপেক্ষা সৃজনশীল ও উদ্যমী অংশ হিসেবে যুবদের অপরিহার্য সম্পৃক্ততার কোনো বিকল্প নেই। যুবদের মেধা-মনন ও সৃজনশীলতার ওপর ভিত্তি করে যে কোনো জাতির আর্থসামাজিক উন্নয়নের গতিপথ পরিচালিত হয়। দেশের যুব সমাজকে যুগোপযোগী দক্ষতায় শাণিত করে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করছে।

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বাস্তবায়িত কার্যক্রমের অগ্রগতি এবং আগামীতে যুব কল্যাণে গৃহীতব্য কর্মসূচির তথ্য এ বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পাশাপাশি আগামী দিনে যুব কল্যাণে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পের তথ্য-উপাত্ত প্রতিবেদনে সংকলিত হয়েছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর তথা যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের নানামুখী কার্যক্রমের আওতায় দেশের উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে যুব সমাজের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকল্পে উদ্বুদ্ধকরণ, যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ, আত্মকর্মসংস্থান, ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ, উদ্যোক্তা উন্নয়নসহ অন্যান্য কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য।

১৮-৩৫ বছর বয়সী যুবদেরকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি কর্মসংস্থান সহায়ক ও যুববান্ধব কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সৃষ্টির পর থেকে এ পর্যন্ত ৭৪ লক্ষ ৫৪ হাজার ৯৯৫ জন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। শুরু থেকে এ পর্যন্ত ১০ লক্ষ ৯৭ হাজার ৬৭৭ জন যুবকে ২ হাজার ৭১১ কোটি ৮১ লাখ ৮৬ হাজার টাকা যুবঋণ বিতরণ করা হয়েছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ পর্যন্ত ২৪ লক্ষ ৬৮ হাজার ৮৭ জন যুব আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়েছে। শুরু থেকে এ পর্যন্ত ২৬ হাজারের অধিক যুব সংগঠনকে তালিকাভুক্ত/নিবন্ধন করা হয়েছে। যুব সংগঠনের কার্যক্রম গতিশীল করার জন্য এ পর্যন্ত ১৭,৫৬৮টি যুব সংগঠনকে ৪১ কোটি ৭৬ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়াও, বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে যুব সমাজের জন্য শোভন কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে সার্বিক যুব কার্যক্রম বাস্তবায়নে সচেতন সকল মহলের পরামর্শ ও সহযোগিতা কাম্য।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪-২০২৫ প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান

সম্পাদকীয়

যুব সমাজ একটি দেশের সার্বিক উন্নয়নের স্বপ্নসারথী ও সম্ভাবনার পরীক্ষিত শক্তি। দক্ষ, আত্মপ্রত্যয়ী ও সৃজনশীল যুব প্রজন্মই পারে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে। ১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুব নারীদেরকে আত্মকর্মসংস্থানে নিযুক্তকরণসহ তাদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে।

বর্তমান সরকার যুব উন্নয়ন কার্যক্রমকে নতুন মাত্রায় উন্নীত করেছে। ঐতিহাসিক জুলাই গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতন্ত্র ও বৈষম্যহীন বাংলাদেশ বিনির্মাণে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছর ছিল নতুন দিগন্ত উন্মোচনের বছর। এ সময়ে অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান, সিড ফাইন্যান্সিং, তথ্যপ্রযুক্তি, ইনকিউবেশন সাপোর্ট ও বহুমুখী দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে আড়াই লক্ষাধিক যুবক-যুবনারীকে কর্মক্ষম করে গড়ে তোলা হয়েছে। গতবছর আমরা গতানুগতিক কার্যক্রমের গন্ডি পেরিয়ে যুব উন্নয়ন কার্যক্রমে যুক্ত করেছি সৃজনশীল ও সমাজমুখী নব নব উদ্যোগ। এরই ধারাবাহিকতায় ঐতিহাসিক জুলাই গণঅভ্যুত্থানের অগ্রনায়কদের মধ্য হতে প্রায় সহস্রাধিক যুবককে ঢাকার ট্রাফিক ব্যবস্থার শৃঙ্খলা রক্ষায় সম্পৃক্ত করবার লক্ষ্যে ৩ দিনের বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এই তরুণরা শুধু নগরীর যানজট নিরসনে সহায়ক ভূমিকা রাখছেন না, বরং সুশৃঙ্খল নগরজীবনের উন্মেষে নতুন সম্ভাবনাও সৃষ্টি করেছেন।

জাতীয় যুব দিবস ২০২৪-কে কেন্দ্র করে দেশব্যাপী আয়োজীত 'জাতীয় যুব দিবস' এর জনকল্যাণমুখী বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে যুব সমাজের উদ্যোগে ৬৪ জেলায় ৬৪টি বদ্ধ খাল স্বেচ্ছাশ্রমে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে। প্রকৃতির প্রতি দায়িত্ববোধ, পরিবেশ সংরক্ষণ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে এ কর্মসূচি একটি মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

এই বার্ষিক প্রতিবেদন শুধু আমাদের কার্যক্রমের পর্যালোচনা নয়, বরং সম্ভাবনাময় ভবিষ্যত পরিস্ফুটনের দিকনির্দেশনা। আমারা বিশ্বাস করি, উদ্যমী, সৃজনশীল ও নির্ভিক যুবশক্তিই আমাদের প্রিয় বাংলাদেশকে করে তুলবে ন্যায়ভিত্তিক, টেকসই ও সমৃদ্ধ। ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ উপলক্ষ্যে আমি মাননীয় উপদেষ্টা যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তাঁর গতিশীল নেতৃত্বে এ বছর যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর তার কার্যক্রমকে নতুন মাত্রায় উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছে।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ মাহবুব-উল-আলম ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সম্মানিত মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান মহোদয়ের প্রতিও আমি সমানভাবে কৃতজ্ঞ। তাঁদের সঠিক দিক নির্দেশনায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কাঙ্খিত অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছে। আমি বার্ষিক প্রতিবেদন সম্পদনা পর্ষদের সদস্যদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। তাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় যথাসময়ে এটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে।

এম এ আখের
যুগ্মসচিব
পরিচালক (প্রশাসন)

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পটভূমি	১৩-১৩
২	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ভিশন ও মিশন	১৩-১৩
৩	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যাবলী ও উদ্দেশ্য	১৩-১৩
৪	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো	১৪-১৪
৫	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/সেমিনার আয়োজন	১৪-১৪
৬	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে বাস্তবায়িত উত্তম চর্চাসমূহ	১৪-১৪
৭	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি	১৫-২৭
৮	ক) ঋণ কার্যক্রম ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি	২৮-৩৫
	খ) যুব উন্নয়ন একাডেমি	৩৫-৩৯
	গ) আঞ্চলিক মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র	৪০-৪০
৯	চলমান প্রকল্পসমুহের কার্যক্রমের অগ্রগতি	৪১-৪৯
১০	সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ	৫০-৫১
১১	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বাজেট	৫২-৫৩
১২	এক নজরে শুরু থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রম	৫৪-৫৪
১৩	অন্যান্য কার্যক্রম	৫৫-৫৮
১৪	উপসংহার	৫৮-৫৮

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পটভূমি

১৯৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসে বিশেষ গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যুব উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের সৃষ্টি হয়। যুব উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৯৮১ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৮২ সালে যুব উন্নয়ন মন্ত্রণালয়কে বিলুপ্ত করে শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীন যুব উন্নয়ন বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। ১৯৮৪ সালে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় নামে স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যুব ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি অধিদপ্তর।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ভিশন

- বাংলাদেশের উন্নয়ন ও গৌরব বৃদ্ধিতে সক্ষম, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন আধুনিক জীবনমনস্ক যুবসমাজ।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মিশন

- জীবনের সর্বক্ষেত্রে যুব'দের প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাদের প্রতিভার বিকাশ ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রাণালয়ের অধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর নিম্নবর্ণিত কার্যাদি বাস্তবায়ন করেঃ

- যুবদের দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থান উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান।
- প্রশিক্ষিত যুবদের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিতকরণে ঋণ সহায়তা কার্যক্রম বাস্তবায়ন।
- আত্মকর্মী যুবদের উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে আর্থিক এবং কারিগরি সহায়তা প্রদান।
- দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে যুবদের স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে যুব সংগঠন নিবন্ধন কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- যুবদেরকে দায়িত্বশীল, আত্মবিশ্বাসী ও মানবিক গুণাবলী অর্জনে উৎসাহ প্রদানে কর্মসূচি গ্রহণ।
- ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন অনুশীলনে অধিদপ্তরের কার্যক্রমে উদ্ভাবন, সেবা সহজিকরণ এবং সেবা ডিজিটাইজকরণ।
- সফল আত্মকর্মী ও যুব সংগঠকদের কাজের স্বীকৃতি প্রদান এবং অন্যান্য যুবদের অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান।
- প্রান্তিক ও NEET যুব-জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ।

উদ্দেশ্যাবলি

- যুবদের ন্যায়নিষ্ঠ, আধুনিক জীবনবোধসম্পন্ন, আত্মমর্যাদাশীল ও ইতিবাচক মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা;
- যুবদের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা বিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা;
- যুবদের মানবসম্পদে পরিণত করা;
- যুবদের মানসম্পন্ন শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
- যুবদের যোগ্যতা অনুযায়ী পেশা ও কর্মের ব্যবস্থা করা;
- যুবদের অর্থনৈতিক ও সৃজনশীল কর্মোদ্যোগে এবং ক্ষমতায়নে উৎসাহিত করা;
- ক্ষমতায়নের মাধ্যমে যুব'দের জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে সক্রিয় ভূমিকা পালনে সক্ষম করে তোলা;
- স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় যুব'দের সম্পৃক্ত করা;
- পরিবেশ সংরক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ মোকাবিলাসহ জাতি গঠনমূলক কার্যক্রমে স্বেচ্ছাসেবী হতে যুব'দের উৎসাহিত করা
- সমাজের অনগ্রসর এবং শারীরিক-মানসিক বা অন্য যে কোনো প্রতিবন্ধকতার শিকার মানুষের প্রতি যুবসমাজকে সংবেদনশীল ও দায়িত্বশীল করে তোলা;
- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন যুবদের অধিকার নিশ্চিত করা;
- জীবনাচরণে মতাদর্শগত উগ্রতা ও আক্রমণাত্মক মনোভাব পরিহারে যুবদের উদ্বুদ্ধ করা;
- যুবদের মধ্যে উদার, অসাম্প্রদায়িক, মানবিক ও বৈশ্বিক চেতনা জাগ্রত করা;

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো

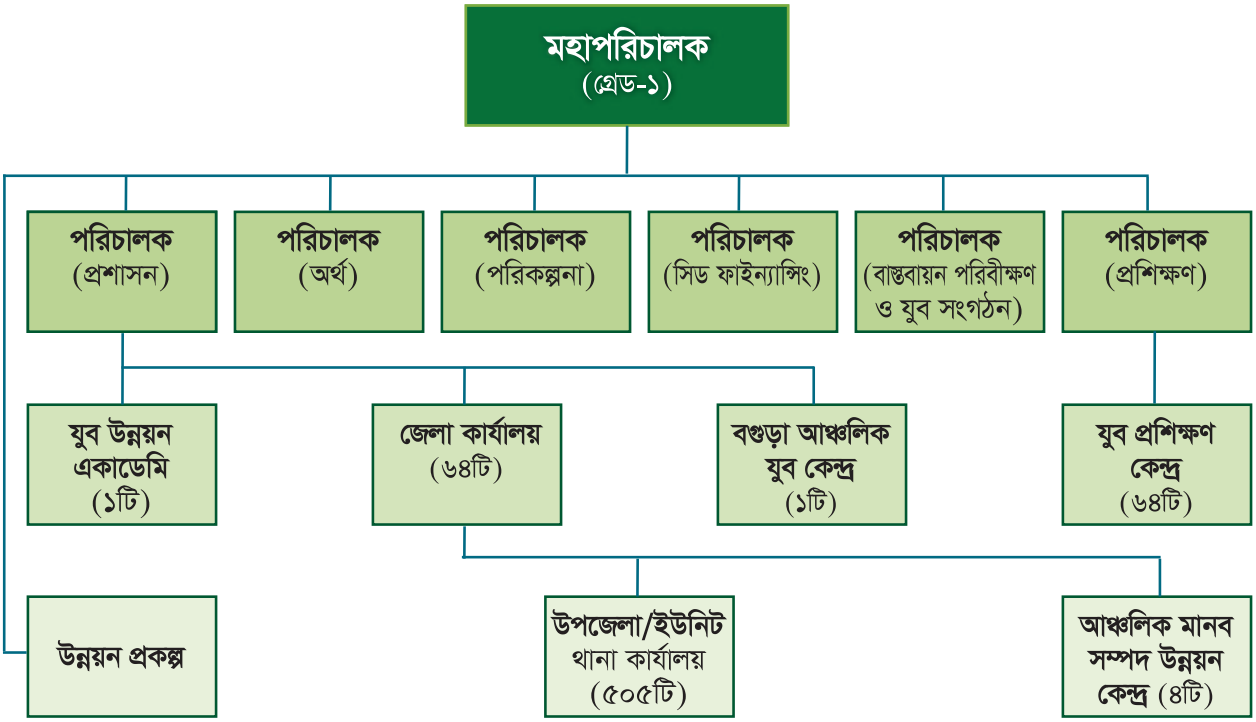

অভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণ/ কর্মশালা/ সেমিনার আয়োজনঃ

ক্র. নং	বিষয়	ভেন্যু/সংস্থা	সংখ্যা
১	৬০ ঘন্টার প্রশিক্ষণ	প্রধান কার্যালয়	১২০ জন
২	দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ	যুব উন্নয়ন একাডেমি, সাভার	১০১৯জন
৩	কর্মশালা	দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ শাখা	৮ টি
৪	কর্মশালা	প্রশিক্ষণ শাখা।	৮ টি

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে বাস্তবায়িত উত্তম চর্চাসমূহ

১. যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে অনুষ্ঠিত সকল সভার নোটিশ, কার্যপত্র এবং কার্যবিবরণী গ্রুপ মেইলে প্রেরণ এবং ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়।
২. ই-নথি ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন।
৩. অনলাইন ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ও ঋণের আবেদন গ্রহণ
৪. মোবাইল ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ আদায়।
৫. ঋণের অনলাইন রিপোর্টিং। ফলে, কাগজের ব্যবহার হ্রাস পেয়েছে, নথি সঞ্চালনে গতি বৃদ্ধি পেয়েছে, সময় অপচয় হ্রাস পেয়েছে এবং ব্যয় হ্রাস পেয়েছে।

যুব কার্যক্রমের অগ্রগতির বিবরণ

১) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ঃ

দেশের ১৮-৩৫ বছর বয়সী কর্মপ্রত্যাশী যুবপুরুষ ও যুবমহিলাদের উদ্বুদ্ধ করে কর্মস্পৃহা জাগরণে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে এবং প্রয়োজনে ঋণ সহায়তা প্রদান করে প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দেশ বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম মূলত: দু'ধরনের ১। প্রাতিষ্ঠানিক ও ২। অপ্রাতিষ্ঠানিক। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর নিয়মিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর পাশাপাশি বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্প, মডার্ণ হারবাল গ্রুপ, ইনফরমেশন টেকনিক্যাল ভিশন সোসাইটিসহ বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্বাক্ষরের মাধ্যমে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। এছাড়া বিশ্ব ব্যাংক, আইএলও, ইউএসএইড-সহ বিভিন্ন খ্যাতিমান সংস্থার সাথেও যুগপৎভাবে যুবদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

যুবদের দক্ষতাবৃদ্ধিমলূক প্রশিক্ষণ ছাড়াও যুব উন্নয়ন একাডেমি, সাভার, ঢাকায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

ঢাকা জেলা কার্যালয়ের আওতায় সেলাই প্রশিক্ষণের ব্যবহারিক কার্যক্রম

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য :

কর্মপ্রত্যাশী যুবদের কর্মদক্ষ করে গড়ে তোলা, প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দেশি বিদেশি শ্রমবাজার উপযোগী যুবশক্তি গড়ে তোলা, সমাজে পিছিয়ে পড়া যুবগোষ্ঠীর (NEET) জন্য শোভন কর্মসংস্থানের উপযোগী সক্ষমতা প্রদানে সহায়তা করা, আত্মকর্মী থেকে উদ্যোক্তায় পরিণত হওয়ার জন্য সক্ষম করা, প্রান্তিক যুবনারীদের দক্ষতাবৃদ্ধি ও নারী ক্ষমতায়নের জন্য নারীদের স্বাধিকার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা তৈরি করা।

মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ঃ

জেলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র : (অনাবাসিক):

দেশের ৬৪টি জেলা কার্যালয় প্রতিটি বিষয়ে প্রতি ব্যাচে আসন সংখ্যা ২০-৬০ জন। শ্রেণি কক্ষ, প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ও প্রশিক্ষণ ল্যাবের সুবিধা আছে। উপপরিচালক এর তত্ত্বাবধানে জেলা কার্যালয়ে কোর্সগুলো পরিচালিত হয়।

জামালপুর জেলা কার্যালয়ের আওতায় ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং প্রশিক্ষণের ব্যবহারিক কার্যক্রম

যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (আবাসিক) :

৬৪টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কৃষি বিষয়ক আবাসিক প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ

- প্রতিটি বিষয়ে প্রতি ব্যাচে আসন সংখ্যা ৪০-৬০ জন, যা ১০০ জন পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যায়।
- শ্রেণি কক্ষ, প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতির সুবিধা আছে
- হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রশিক্ষণ ইউনিট রয়েছে
- সকলের জন্য হোস্টেল এর সুবিধা রয়েছে
- কো-অর্ডিনেটর/ ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর এর তত্ত্বাবধানে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কোর্সগুলো পরিচালিত হয়।

ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের খন্ডচিত্র

প্রশিক্ষণার্থীদের প্রদেয় সুবিধা :

আবাসিক প্রশিক্ষণে আবাসন সুবিধাসহ তিন বেলা খাবার বাবদ জনপ্রতি দৈনিক ১৫০/- টাকা প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান। অনাবাসিক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীদের দৈনিক জনপ্রতি ১০০/- টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান। দলিত, অটিস্টিক, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী যুবদের জন্য ৫% কোটাসহ ভর্তি ফি ব্যতীত প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের সনদপত্র প্রদান এবং প্রকল্প গ্রহণে ঋণ সহায়তা প্রদান।

ব্লক-বাটিক ও স্ক্রিন প্রিন্টিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বরিশাল

প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন :

১৮-৩৫ বছর বয়সী বেকার যুবক ও যুবনারী, অনগ্রসর যুবনারী (অগ্রাধিকার প্রাপ্ত)
শারীরিক প্রতিবন্ধী/অটিস্টিক যুবক ও যুবনারী যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নিবন্ধিত যুব সংগঠনের সদস্যবৃন্দ ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী

যুব প্রশিক্ষণের রিসোর্স পার্সন :

ক. সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ও পেশাগতভাবে দক্ষ অতিথি বক্তা
খ. অধিদপ্তরের নিজস্ব প্রশিক্ষক

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি :

ক. উদ্বুদ্ধকরণ, প্রদর্শন
খ. প্রশিক্ষণের বিভিন্ন উপকরণের ব্যবহার, হাতে-কলমে শিখন এবং অনুশীলন
গ. কেইস স্টাডি, রোল মডেল
ঘ. তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ক্লাশের অনুপাত: তাত্ত্বিক : ২০ ব্যবহারিক : ৮০
ঙ. উদ্ভাবনী এবং সৃজনশীল প্রশিক্ষণ পদ্ধতি
চ. ইন্টার্নশিপ (ক্যাটারিং, হাউজকিপিং, টুরিস্ট গাইড)

জেলা পর্যায়ে উপপরিচালক এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত প্রশিক্ষণ : (৪১টি ট্রেড)

ক) প্রাতিষ্ঠানিক (অনাবাসিক)
খ) প্রাতিষ্ঠানিক (আবাসিক)

২০২৪-২৫ অর্থ বছরে জেলা কার্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা	৪১,২৫০ জন
যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা	১৭,৫১০ জন
উপজেলা পর্যায়ের অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা	২,০৫,৩২০ জন

অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ (৪২টি ট্রেড)

উপজেলা পর্যায়ে পরিচালনা করা হয়:

- প্রাণিসম্পদ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স - ১০ টি
- মৎস্য সম্পদ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স - ৮ টি
- কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স - ৭ টি
- বস্ত্র বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স - ৬ টি
- ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স - ৭ টি
- অন্যান্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স - ৪ টি

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে জেলা কার্যালয়ের আওতায় অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা: ২,০৫,৩২০ জন,	অগ্রগতি: ২,০৫,২৩৮ জন
২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের সর্বমোট লক্ষ্যমাত্রা: ২,৬৪,০৮০ জন,	অগ্রগতি: ২,৭১,৭১৯ জন

নবনিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীদের ওরিয়েন্টেশন সমাপনী অনুষ্ঠানে সনদপত্র বিতরণ করছেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান

প্রশিক্ষণ সেবা সহজীকরণ :

প্রশিক্ষণ সেবা সহজিকরণের লক্ষ্যে এটুআই প্রোগ্রামের সহযোগিতায় প্রাথমিক পর্যায়ে গাজীপুর এবং জামালপুর জেলায় এ কার্যক্রম শুরু করা হয়। পরবর্তীতে আরো ১৬টি জেলায় (ঢাকা, নওগাঁ, টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, নেত্রকোনা, মুন্সিগঞ্জ, পাবনা, ঝিনাইদহ, চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ, জয়পুরহাট, দিনাজপুর, মৌলভীবাজার, ঝালকাঠি, বান্দরবান, চাঁপাইনবাবগঞ্জ) জেলায় ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে এবং ২০২১-২২ অর্থ বছরে আরো ২০টি জেলায় (চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, রংপুর, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, বগুড়া, ফরিদপুর, রাঙ্গামাটি, নোয়াখালী, বাগেরহাট, ভোলা, সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম ও শেরপুর) শুরু করা হয়।

এ কার্যক্রমের সুবিধাসমূহ :

ক. প্রশিক্ষণের শেষদিনে প্রশিক্ষণার্থীদের সনদপত্র প্রদান নিশ্চিতকরণ। এতে প্রশিক্ষণার্থীদের সময়, অর্থ ও যাতায়াত সাশ্রয় হয়।

খ. প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট জনবলের কাজ যেমন রেজিস্ট্রেশন, টেবুলেশন, ট্রান্সক্রিপ্ট, সনদপত্র ইত্যাদি তৈরীর কাজের ধাপ কমিয়ে আনা।

গ. প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কাজের বিষয়ে প্রশিক্ষকদের প্রযুক্তি ব্যবহারে অভ্যস্ত করা।

ঘ. সনদপত্র প্রদানের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা।

অনলাইন ভিডিও কনটেন্টঃ

প্রাথমিকভাবে নিম্নেবর্ণিত ১৪টি ট্রেডের অনলাইন ভিডিও কনটেন্ট প্রস্তুতের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে।

০১. কম্পিউটার বেসিক অ্যান্ড আইসিটি এ্যাপ্লিকেশন
০২. প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন
০৩. কমিউনিকেটিভ ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ
০৪. মাশরুম চাষ
০৫. হাঁস-মুরগি পালন
০৬. হস্তশিল্প
০৭. ইয়ুথ কিচেন
০৮. ব্লক, বাটিক ও স্ক্রিন প্রিন্টিং
০৯. কৃষি ও হর্টিকালচার
১০. হাউজ কিপিং
১১. ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড হাউজওয়ারিং ও সোলার সিস্টেম
১২. বিউটিফিকেশন
১৩. মডার্ন অফিস ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন
১৪. মোবাইল ফোন সার্ভিসিং এন্ড রিপেয়ারিং

বর্ণিত ১৪টি ট্রেডের মধ্যে ০৯টি ট্রেডের (ক্রমিক নং ০১ হতে ০৯) ভিডিও কনটেন্ট যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ওয়েব পোর্টালে আপলোড করা হয়েছে। অবশিষ্ট ০৫টি ট্রেডের (ক্রমিক নং ১০ হতে ১৪) কনটেন্ট অধিদপ্তরের ওয়েব পোর্টালে আপলোড প্রক্রিয়াধীন আছে।

কক্সবাজার জেলায় ISEC প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের
সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ মাহবুব-উল-আলম

মুক্তপাঠে সংযোজিত অনলাইন প্রশিক্ষণ ট্রেডসমূহ :

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও a2i এর সহযোগিতায় মুক্তপাঠে অনলাইনে নিম্নলিখিত ট্রেডসমূহের ডিডিও কনটেন্ট আপলোড করা হয়েছে।

১. স্বল্প পুঁজিতে কোয়েল পালন
২. গরু মোটাতাজাকরণ
৩. ভার্মি কম্পোষ্ট তৈরি
৪. স্ক্রিন প্রিন্টিং
৫. মাছের মিশ্র চাষ
৬. বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে পশুর চামড়া ছাড়ানো ও সংরক্ষণ।

প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মসংস্থান অগ্রগতির তথ্য:

১. সৃষ্টিলগ থেকে জুন ২০২৫ পর্যন্ত অর্জিত প্রশিক্ষণ	৭৪,৫৪,৯৯৫ জন।
২. সৃষ্টিলগ্ন থেকে জুন ২০২৫ পর্যন্ত আত্মকর্মসংস্থান	২৪ লক্ষ ৬৮ হাজার ৮৭ জন।

অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে MoU স্বাক্ষরের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ:

১. মডার্ন হারবাল (জুন ২০২৫ পর্যন্ত)	২১,১৩২ জন
১. আইটি ভিশন সোসাইটি (জুন ২০২৫ পর্যন্ত)	৭৩৬৮ জন

সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

২০২৪-২৫ অর্থবছরে উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা:

১. যানবাহন প্রকল্প	৮৩৯৯ জন
২. ইমপ্যাক্ট (৩য় পর্যায়) প্রকল্প	৫৫২৮০ জন
৩. টেকাব প্রকল্প	৩৩৬০ জন
৪. ফ্রিল্যান্সিং প্রকল্প	৩২০০ জন

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। কর্মপ্রত্যাশী যুবসমাজকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। জেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ আবাসিক ও অনাবাসিক ভিত্তিতে প্রদান করা হয়।

টেকাব প্রকল্পের আওতায় যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলায় কম্পিউটার এন্ড নেটওয়ার্কিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স পরিদর্শন করেন পরিকল্পনা কমিশনের আর্থ সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের স্কাইসোয়াম উইং এর উপপ্রধান জনাব সৈয়দা নুরমহল আশরাফী

জেলা পর্যায় উপপরিচালক এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণ ধরণ : প্রাতিষ্ঠানিক (অনাবাসিক)

ক) কম্পিউটার বিষয়ক: **জেলা কার্যালয়:**

নং	ট্রেডের নাম	মেয়াদ	ব্যাচ প্রতি প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা	প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	প্রশিক্ষণের ধরন	ভর্তি ফি	প্রশিক্ষণ ভাতা (দৈনিক)
০১	কম্পিউটার বেসিক এন্ড আইসিটি এ্যাপ্লিকেশন	৬ মাস	৬০	৭১টি	অনাবাসিক	১০০০.০০	
০২	প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন কোর্স	৬ মাস	৩০	০৬টি	অনাবাসিক	১০০০.০০	
০৩	মডার্ণ অফিস ম্যানেজমেন্ট এন্ড	৬ মাস	৪০	৩৪টি	অনাবাসিক	৫০০.০০	১০০
	কম্পিউটার এ্যাপ্লিকেশন						
০৪	ফ্রি ল্যান্সিং/আউটসোর্সিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২ মাস	২০	৩৮টি	অনাবাসিক	৫০০.০০	১০০
০৫	ওয়েব ডিজাইন	১ মাস	২০	১৫টি	অনাবাসিক	৫০০.০০	১০০-
০৬	ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট	১ মাস	২০	১৫টি	অনাবাসিক	৫০০.০০	১০০
০৭	নেটওয়ার্কিং	১ মাস	২০	১৫টি	অনাবাসিক	৫০০.০০	১০০

খ) লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ক প্রশিক্ষণঃ

নং	ট্রেডের নাম	মেয়াদ	ব্যাচ প্রতি প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা	প্রশিক্ষণ কেন্দ	প্রশিক্ষণের ধরন	ভর্তি ফি	প্রশিক্ষণ ভাতা (দৈনিক)
০৮.	ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং	৬ মাস	৩০	৬০টি	অনাবাসিক	৩০০.০০	১০০
০৯.	ইলেকট্রনিক্স	৬ মাস	২৫	৬৩টি	অনাবাসিক	৩০০.০০	১০০
১০.	রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং	৬ মাস	২৫	৫৩টি	অনাবাসিক	৩০০.০০	১০০
১১.	মোবাইল ফোন সার্ভিসিং এন্ড রিপেয়ারিং	১ মাস	২০	৩১টি	আবাসিক	১০০.০০	১০০
১২.	ওয়েল্ডিং	১ মাস	২০	২০টি	অনাবাসিক	১০০.০০	-

গ) বস্ত্র বিষয়কঃ

নং	ট্রেডের নাম	মেয়াদ	ব্যাচ প্রতি প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা	প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	প্রশিক্ষণের ধরন	ভর্তি ফি	প্রশিক্ষণ ভাতা (দৈনিক)
১৩.	পোষাক তৈরী	৩ মাস	২৫	৬৬টি	অনাবাসিক	৫০.০০	১০০
১৪.	ব্লক বাটিক ও স্ক্রীণ প্রিন্টিং	৪ মাস	২৫	১০টি	অনাবাসিক	৫০.০০	১০০
১৫.	ওভেন সুইং মেশিন অপারেটিং	২ মাস	২০	০৩টি	অনাবাসিক	৫০.০০	১০০
১৬.	ফ্যাশন ডিজাইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	৬ মাস	৩০	০৮টি	অনাবাসিক	৫০০.০০	১০০
১৭.	পাটজাত পণ্য তৈরি	১ মাস	২০	২০টি	আবাসিক	১০০	১০০
১৮.	চামড়াজাত পণ্য তৈরি	১ মাস	২০	২০টি	আবাসিক	১০০	১০০

নারায়ণগঞ্জ জেলায় ওভেন সুইং প্রশিক্ষণ এর খন্ডচিত্র

ঘ) ট্যুরিজম এন্ড হোটেল ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ:

নং	ট্রেডের নাম	মেয়াদ	ব্যাচ প্রতি প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা	প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	প্রশিক্ষণের ধরন	ভর্তি ফি	প্রশিক্ষণ ভাতা (দৈনিক)
১৯.	ক্যাটারিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	৬ মাস	৪০	০২টি	অনাবাসিক	১০০০.০০	১০০
২০.	হাউজকিপিং, লন্ড্রি অপারেশন এন্ড কমিউনিকেটিভ ইংলিশ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৩ মাস	৪০	০৪টি	অনাবাসিক	৫০০.০০	১০০
২১.	সংক্ষিপ্ত হাউজকিপিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১ মাস	৩০	০২টি	আবাসিক	-	১০০
২২.	ফ্রন্ট ডেস্ক ম্যানেজমেন্ট	২ মাস	৩০	০৩টি	অনাবাসিক	৫০০.০০	১০০
২৩.	টুরিস্ট গাইড বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২ মাস	৩০	০৩টি	অনাবাসিক	৫০০.০০	১০০

ঙ) বিউটিফিকেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ: ১০০

নং	ট্রেডের নাম	মেয়াদ	ব্যাচ প্রতি প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা	প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	প্রশিক্ষণের ধরন	ভর্তি ফি	প্রশিক্ষণ ভাতা (দৈনিক)
i)	বিউটিফিকেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১ মাস	২০	২৩টি	অনাবাসিক	১০০.০০	১০০

চ) ল্যাংগুয়েজ প্রশিক্ষণ:

নং	ট্রেডের নাম	মেয়াদ	ব্যাচ প্রতি প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা	প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	প্রশিক্ষণের ধরন	ভর্তি ফি	প্রশিক্ষণ ভাতা (দৈনিক)
i)	আরবী ভাষা শিক্ষা	২ মাস	২০	০১টি	অনাবাসিক	১০০.০০	১০০
ii)	ইংরেজি ভাষা শিক্ষা	২ মাস	২০	০১টি	অনাবাসিক	১০০.০০	১০০

ছ) অন্যান্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ:

নং	ট্রেডের নাম	মেয়াদ	ব্যাচ প্রতি প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা	প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	প্রশিক্ষণের ধরন	ভর্তি ফি	প্রশিক্ষণ ভাতা (দৈনিক)
২৪.	সেলসম্যানশীপ বিষয়ক প্রশিক্ষণকোর্স	২ মাস	৩০	০৩টি	অনাবাসিক	৫০০.০০	১০০
২৫.	ক্লিয়ারিং ফরওয়ার্ডিং	১৪ দিন	৩০	০৩টি	অনাবাসিক	৫০০.০০	১০০
২৬.	হস্তশিল্প তৈরী বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১ মাস	৩০	০৩টি	অনাবাসিক	১০০.০০	১০০
২৭.	ইয়ুথ কিচেন	১ মাস	২০	৪০টি	অনাবাসিক	১০০.০০	১০০
২৮.	ব্যানানা ফাইবার এক্সট্রাক্ট	১৫দিন	২০	০৫টি	অনাবাসিক	১০০.০০	১০০

যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কো-অর্ডিনেটর/ ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত প্রাতিষ্ঠানিক (আবাসিক) প্রশিক্ষণ:

নং	ট্রেডের নাম	মেয়াদ	ব্যাচ প্রতি প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা	প্রশিক্ষণ কেন্দ	প্রশিক্ষণের ধরন	ভর্তি ফি	প্রশিক্ষণ ভাতা (দৈনিক)
ক)	**সমন্বিত কৃষি বিষয়ক:**						
২৯.	গবাদিপশু, হাঁস-মুরগী পালন, প্রাথমিক চিকিৎসা, মৎস্য চাষ ও কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৩ মাস	৬০/৫০	৬৪টি	আবাসিক	১০০.০০	১৫০
৩০.	কৃষি ও হর্টিকালচার প্রশিক্ষণ	১ মাস	৪০	৬৪টি	আবাসিক	১০০.০০	১৫০
খ)	**পশুপালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ:**						
৩১.	দুগ্ধবতি গাভী পালন ও গরু মোটাতাজাকরণ	১ মাস	৪০	৬৪টি (স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে যেকোন ২টি বিষয়)	আবাসিক	১০০.০০	১৫০
৩২.	ছাগল, ভেড়া, মহিষ পালন এবং গবাদিপশুর প্রাথমিক চিকিৎসা	১ মাস	৪০		আবাসিক	১০০.০০	১৫০
৩৩.	দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন, বিপণন ও বাজারজাতকরণ বিষয়ক	১ মাস	৪০		আবাসিক	১০০.০০	১৫০
গ)	**মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ**						
৩৪.	মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ (স্বাদু পানি/কোস্টাল এরিয়া)	১ মাস	৪০	৬৪টি কেন্দ্র (স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে যেকোন ২টি বিষয়)	অনাবাসিক/ অনাবাসিক	১০০.০০	১৫০ (আবাসিক) ১০০ (অনাবাসিক)
৩৫.	চিংড়ি ও কাঁকড়া চাষ, বিপণন ও বাজারজাতকরণ বিষয়ক	১ মাস	৪০		আবাসিক	১০০.০০	১৫০
ঘ)	**মুরগী পালন বিষয়ক**						
৩৬.	মুরগী পালন ব্যবস্থাপনা, মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ ও বিপণন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১ মাস	৪০		আবাসিক	১০০.০০	১৫০
৩৭.	মাশরুম ও মৌ চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১ মাস	৪০		আবাসিক	২০০.০০	১৫০
ঙ)	**ফুল ও ফল চাষ বিষয়ক**						
৩৮.	ফল চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১ মাস	৪০		আবাসিক	২০০.০০	১৫০
৩৯.	ফুল চাষ (জারবেরা) বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১ মাস	৪০		আবাসিক	২০০.০০	১৫০
৪০.	অর্নামেন্টাল প্লান্ট উৎপাদন, বনসাই ও ইকেবানা প্রশিক্ষণ কোর্স	১ মাস	৪০		আবাসিক	২০০.০০	১৫০
৪১.	হাইড্রোপনিক বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	১ মাস	৪০		আবাসিক	২০০.০০	১৫০

উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন বিষয়ে অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ:

ক্র.নং	প্রশিক্ষণ টেড	শিক্ষাগত যোগ্যতা	মেয়াদ	ভর্তি ফি	জামানত	যাতায়াত ভাতা
ক)	**প্রাণিসম্পদ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ**					
১.	পারিবারিক হাঁস-মুরগি পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	নূন্যতম ৮ম শ্রেণি	৭দিন	অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণে কোন ভর্তি ফি নেওয়া হয় না	অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণে কোন জামানত নেওয়া হয় না	জনপ্রতি দৈনিক ১০০ (একশত) টাকা সাপ্তাহিক ছুটির দিন ব্যতীত)
২.	ব্রয়লার ও ককরেল পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
৩.	বাড়ন্ত মুরগি পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
৪.	ছাগল পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
৫.	গরু মোটাতাজাকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
৬.	পারিবারিক গাভী পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
৭.	পশু পাখীর খাদ্য প্রস্তুত ও বাজারজাতকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
৮.	পশু-পাখীর রোগ ও ইহার প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
৯.	কবুতর পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
১০.	কাঁচা চামড়া সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
খ)	**মৎস্য সম্পদ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ**					
১১.	মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
১২.	সমন্বিত মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
১৩.	মৌসুমী মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
১৪.	মৎস্য পোনা চাষ(ধানী পোনা)বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
১৫.	মৎস্য হ্যাচারী বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
১৬.	প্লাবন ভূমিতে মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
১৭.	গলদা ও বাগদা চিংড়ি চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
১৮.	শুটকী তৈরী ও সংরক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
গ)	**কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ**		**৭ দিন**			
১৯.	বসত বাড়ীতে সবজি চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
২০.	নার্সারী বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
২১.	ফুল চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
২২.	ফলের চাষ (লেবু, কলা, পেঁপে ইত্যাদি) বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
২৩.	কম্পোষ্ট সার তৈরী বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
২৪.	গাছের কলম তৈরী বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
২৫.	ঔষধি গাছের চাষাবাদ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			

ক্র.নং	প্রশিক্ষণ টেড	শিক্ষাগত যোগ্যতা	মেয়াদ	ভর্তি ফি	জামানত	যাতায়াত ভাতা
ঘ)	**বস্ত্র বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স:**	ঐ	৭ দিন			
২৬.	ব্লক প্রিন্টিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	১৫ দিন	অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণে কোন ভর্তি ফি নেওয়া হয় না	অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণে কোন জামানত নেওয়া হয় না	জনপ্রতি দৈনিক ১০০ (একশত) টাকা সাপ্তাহিক ছুটির দিন ব্যতীত)
২৭.	বাটিক প্রিন্টিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	১৫ দিন			
২৮.	পোষাক তৈরী বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	১৫ দিন			
২৯.	স্ক্রীণ প্রিন্টিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
৩০.	স্প্রে প্রিন্টিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
৩১.	মনিপুরী তাঁত শিল্প বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
ঙ)	**ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স:**					
৩২.	কাগজের ব্যাগ ও ঠোঙ্গা তৈরী বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
৩৩.	বাঁশ, বেতের সামগ্রী তৈরী বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
৩৪.	নকশীকাঁথা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
৩৫.	কারুমোম বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
৩৬.	পাটজাত পণ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
৩৭.	চামড়াজাত পণ্য তৈরী বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
৩৭.	চাইনিজ ও কনফেকশনারী বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	১৫ দিন			
চ)	**অন্যান্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স:**					
৩৯.	রিক্সা, সাইকেল, ভ্যান মেরামত বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
৪০.	ওয়েল্ডিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
৪১.	ফটোগ্রাফী বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
৪২.	সোলার প্যানেল স্থাপন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	ঐ	৭ দিন			

ঢাকা জেলা কার্যালয়ের আওতায় আঞ্চলিক মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রে সোলার প্যানেল স্থাপন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ঋণ কার্যক্রম

যুবদের সার্বিক কল্যাণে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রশিক্ষিত যুবদের আয় সঞ্চারমূলক কাজে/ আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিতকরণের লক্ষ্যে ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। প্রশিক্ষিত যুবরা ঋণ সহায়তা পেয়ে আর্থসামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। প্রশিক্ষিত যুবদের ব্যাপকভাবে উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর তিন ধরণের ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে-

১. আত্মকর্মসংস্থান ঋণ কর্মসূচি (একক ঋণ)
২. পরিবারভিত্তিক ঋণ কর্মসূচি (গ্রুপ ঋণ)
৩. যুব উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি

১. আত্মকর্মসংস্থান ঋণ কর্মসূচি: যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রশিক্ষিত যুবদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিষয়ে আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প স্থাপনের জন্য প্রতিটি উপজেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে স্টার্টআপ ক্যাপিটাল হিসাবে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নিজস্ব ঋণ তহবিল থেকে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হয়। অধিদপ্তরের যে কোন ট্রেডে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুব তাদের স্ব-স্ব উপজেলা হতে ঋণ গ্রহণ করতে পারেন। প্রশিক্ষণের প্রকৃতিভেদে আত্মকর্ম ঋণ দুইরকম: প্রাতিষ্ঠানিক (জেলা হতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত) এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক (উপজেলা হতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত)। সারা দেশে ১০টি মেট্রোপলিটন ইউনিট থানা সহ ৫০৫টি কার্যালয়ের মাধ্যমে এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই ঋণের পরিমাণ প্রশিক্ষণ ও প্রকল্পভেদে ৪০ হাজার টাকা হতে সর্বোচ্চ ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত। ২ বছর থেকে ৩ বছর মেয়াদে মাসিক কিস্তিতে এই ঋণ পরিশোধ করতে হয়। এ ঋণের সার্ভিস চার্জ ৫% (ক্রমহ্রাসমান হারে)। এই কর্মসূচির আওতায় একজন ঋণীকে সর্বোচ্চ দুইবার ঋণ প্রদান করা হয়।

২. পরিবারভিত্তিক ঋণ কর্মসূচি: প্রান্তিক যুবজনগোষ্ঠি যারা পশ্চাদপদতার কারণে অধিদপ্তরের দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ সুবিধা নিতে পারে না, তাদেরকে তাদের স্ব স্ব অবস্থানে রেখে একই পরিবার/নিকটতম প্রতিবেশী পরিবার হতে কর্মক্ষম ৫ জনের সমন্বয়ে একটি দল গঠন করা হয়, এরূপ ৫-৬ টি দল নিয়ে একটি কেন্দ্র গঠন করা হয়। কেন্দ্রের প্রতি সদস্যকে আয় সঞ্চারমূলক কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত হতে ঋণ প্রদান করা হয়। কেন্দ্রের প্রত্যেক সদস্যকে ৫দিনের (২০ ঘন্টার) ঋণ ব্যবহার এবং বিভিন্ন সমাজিক ইস্যুতে সচেতনতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সারাদেশে ৩৫০টি উপজেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রক্রিয়ায় গ্রুপের প্রতি সদস্যকে আয় সঞ্চারমূলক কাজে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বারো হাজার হতে বিশ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়। ১ বছর মেয়াদে পাক্ষিক কিস্তিতে এই ঋণ পরিশোধ করতে হয়। এ ঋণের সার্ভিস চার্জ ৫% (ক্রমহ্রাসমান হারে)। এই কর্মসূচির আওতায় একজন ঋণীকে সর্বোচ্চ দুইবার ঋণ প্রদান করা হয়।

৩. যুব উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি: এ কর্মসূচির মাধ্যমে অধিদপ্তরের কর্মপ্রচেষ্টায় সৃষ্ট একজন আত্মকর্মীকে উদ্যোক্তায় উপনীত করার লক্ষ্যে ইতোঃপূর্বে ১০ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে একযোগে প্রাথমিকভাবে ৮টি বিভাগীয় জেলায় সীমিত আকারে "যুব উদ্যোক্তা উন্নয়ন ঋণ" নামে এই ঋণ কর্মসূচি শুরু করা হয়। উল্লিখিত ৮ টি বিভাগীয় জেলায় এ কর্মসূচি শুরু করে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত সর্বোচ্চ ৩.৫০ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়। বর্তমানে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ১০ টি মেট্রোপলিটন থানা সহ ৫০৫ টি উপজেলায় ১ জন করে সর্বোচ্চ ৫.০০ লক্ষ টাকা বিতরণের লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

টেবিল-১: ঋণ তহবিল সংক্রান্ত তথ্য ঃ

কর্মসূচি	মূলধন ঋণ তহবিল (লক্ষ টাকা)	প্রবৃদ্ধি (লক্ষ টাকা)	মোট ঋণ তহবিল (লক্ষ টাকা)
আত্মকর্মসংস্থান ঋণ কর্মসূচি	১৪৯৭৪.৯৬	২০৫৭৬.২৯	৩৪৫১৪.৭৩
পরিবারভিত্তিক ঋণ কর্মসূচি	৪৫৪৭.৯৯	৯৭২৮.৮৮	১২১২৫.১৪
যুব উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি	৪০০.০০	৮৫.৩০	৪৮৫.৩০
মোট	১৬৬৫২.২০	২৯৩২৭.৯৯	৪৫৯৮০.১৯

টেবিল -২: ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিভাগওয়ারী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনের তথ্য জনের ভিত্তিতে

বিভাগ	ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা (জন)	বিতরণের অগ্রগতি (জন)	হার
ঢাকা বিভাগ	৬১৭১	৫৫৩৫	৯০%
ময়মনসিংহ বিভাগ	১৬৯৬	১৯০৯	১১২%
রাজশাহী বিভাগ	৪৫১২	৪৬৭৮	১০৪%
রংপুর বিভাগ	৩৬৮০	৩১০৫	৮৪%
বরিশাল বিভাগ	২১৪৪	১৮৩৯	৮৬%
খুলনা বিভাগ	৩৯৭৩	৪৬৯৯	১১৮%
চট্টগ্রাম বিভাগ	৫২৪৮	৪০০৪	৭৬%
সিলেট বিভাগ	১৩৭৬	১০৬৬	৭৭%
মোট =	২৮৮০০	২৬৬১২	৯২%

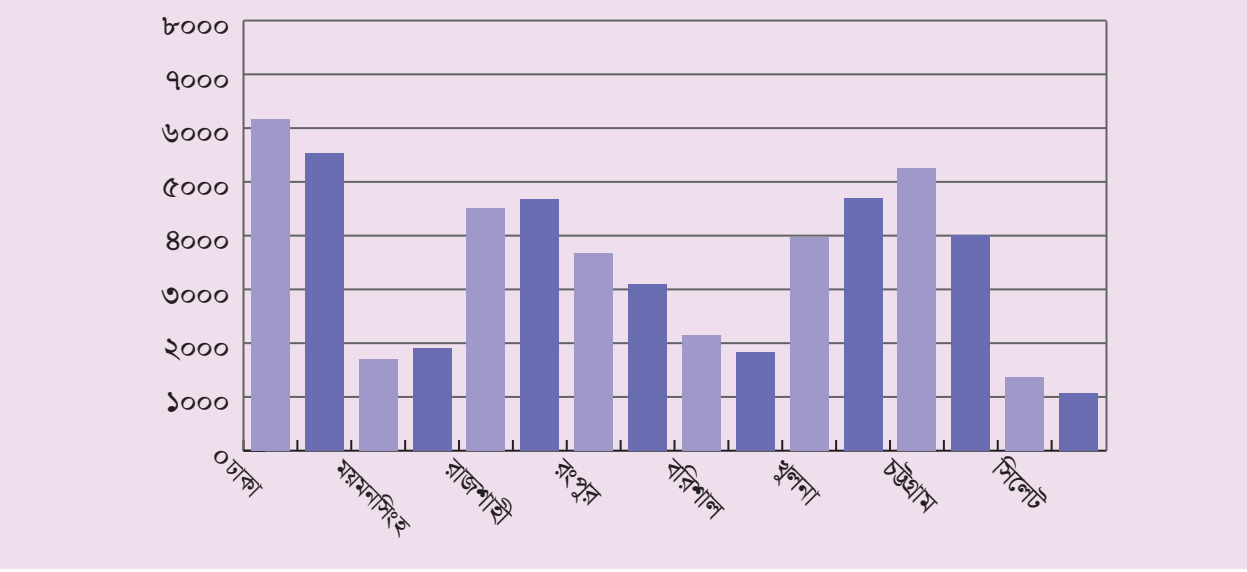

গ্রাফ-১.১ ঃ ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বিভাগওয়ারী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন

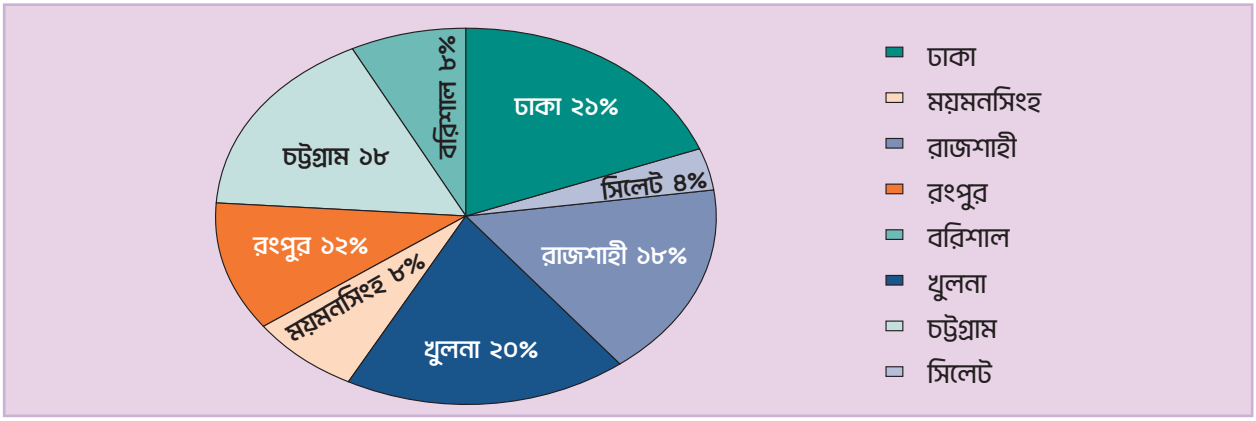

গ্রাফ-১.২ ঃ ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বিভাগওয়ারী ঋণ বিতরণের বিভাগওয়ারী অংশীদারিত্ব

টেবিল-৩ ঃ ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের কর্মসূচিভিত্তিক ঋণ বিতরণের তথ্যঃ

কর্মসুচি	ঋণ গ্রহিতা			বিতরণকৃত টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)
	যুব	যুব নারী	মোট	
আত্মকর্মসংস্থান ঋণ কর্মসূচি	৭০৮৮	৮৩২১	১৫৪০৯	১২৪০৩.৮১
পরিবারভিত্তিক ঋণ কর্মসূচি	৫৫৮৮	৫৬০৩	১১১৯১	২৮৪৫.৯৭
যুব উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি	৭	৫	১২	২১.০০
মোট	১২৬৮৩	১৩৯২৯	২৬৬১২	১৫২৭০.৭৮(১০৯%)

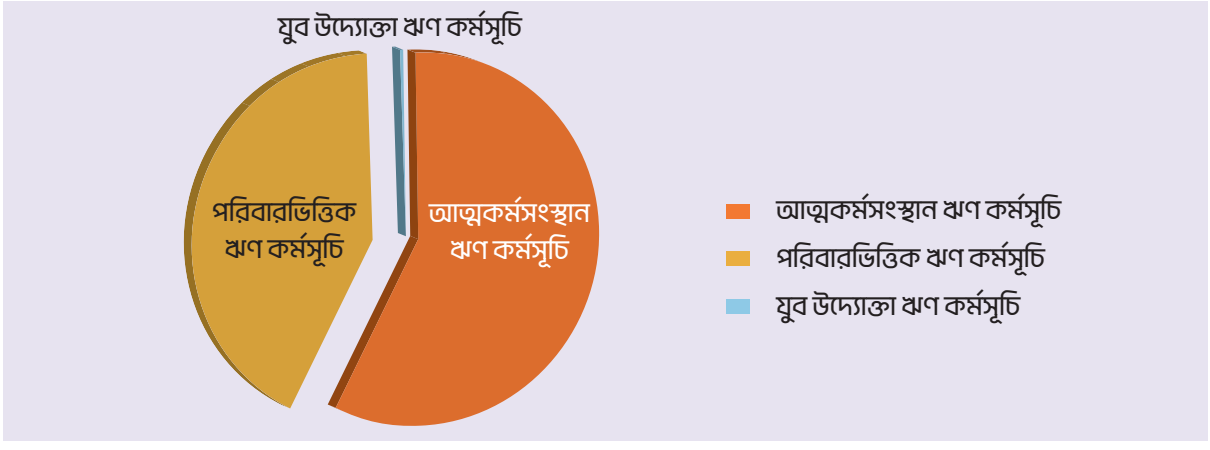

গ্রাফ-২ ঃ ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের কর্মসুচি ভিত্তিক ঋণ বিতরণ

টেবিল-৪ : ঋণ আদায়ের তথ্য (লক্ষ টাকা)

বিবরণ	আত্মকর্মসংস্থান ঋণ কর্মসুচি		পরিবারভিত্তিক ঋণ কর্মসুচি		যুব উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসুচি		সকল কর্মসুচি	
	চলমান মাস (জুন'২৫)	ক্রমপুঞ্জিত	চলমান মাস (জুন'২৫)	ক্রমপুঞ্জিত	চলমান মাস (জুন'২৫)	ক্রমপুঞ্জিত	চলমান মাস (জুন'২৫)	ক্রমপুঞ্জিত
আদায়যোগ্য ঋণ	৯৪৯.৩৯	১৬৯২৯৯.৪২	১১৯.৫৪	৮১৯১২.৬১	৪.৩৬	৩২৩.৫১	১০৭৩.২৯	২৫১৫৩৫.৫৪
আদায়কৃত ঋণ	৮৭৮.৬৬	১৬১৭৯০.০৬	১১১.৬৪	৭৯৫১১.০২	৩.৩৭	২৯৩.০১	৯৯৩.৬৭	২৪১৫৯৪.০৯
আদায়ের হার	৯২.৫৪%	৯৫.৫৬%	৯৩.৩৯%	৯৭.০৭%	৭৭.৩০%	৯০.৫৭%	৯২.৫৮%	৯৬.০৫%

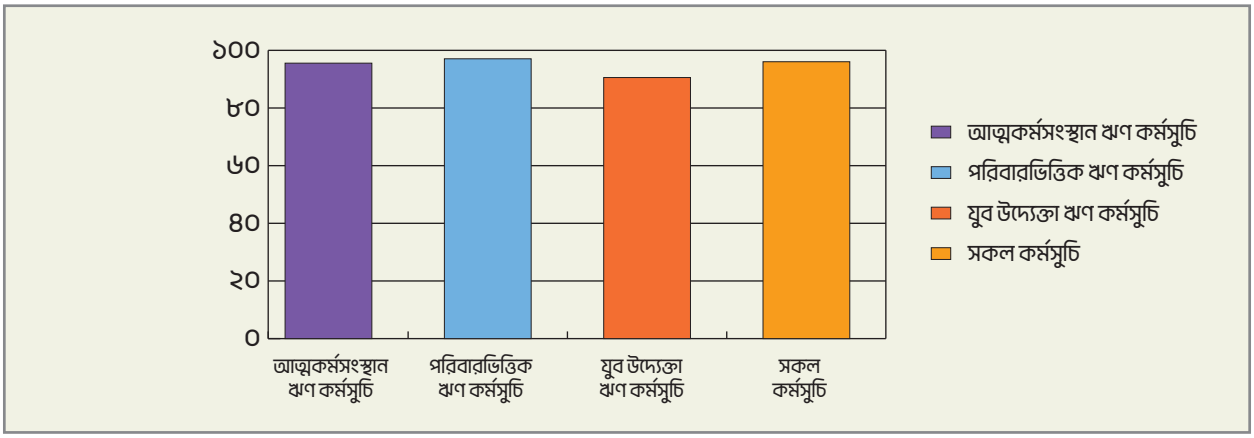

গ্রাফ-৩ কর্মসুচিওয়ারী ক্রমপুঞ্জিত ঋণ আদায়ের হার

ঋণ, আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি মূল্যায়ন ও বাস্তবায়ন বিষয়ক খুলনা বিভাগীয় কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করছেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান

ঋণ কার্যক্রমের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষাঃ

ঋণ কার্যক্রমের স্বচ্ছতা, জবাবদিহীতা নিশ্চিত করা এবং সুষ্ঠুভাবে উপজেলা পর্যায়ে ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সম্পাদন করা হয়।

টেবিল- ৬. ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সম্পাদিত নিরীক্ষার সংখ্যা

সম্পাদিত নিরীক্ষার সংখ্যা	জেলার নাম	উপজেলার নাম
	পটুয়াখালী	রাঙ্গাবালী
	মেহেরপুর	সদর
	গাজীপুর	সদর
	হবিগঞ্জ	বানিয়াচং
	সিলেট	গোলাপগঞ্জ
	কিশোরগঞ্জ	হোসেনপুর
	নেত্রকোণা	মোহনগঞ্জ
	মৌলভীবাজার	জুড়ি
	পাবনা	ঈশ্বরদী
	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	ভোলাহাট
	কুষ্টিয়া	দৌলতপুর, কুমারখালী
	কুড়িগ্রাম	রাজারহাট, ভূরুঙ্গামারী, নাগেশ্বরী
	ব্রাহ্মনবাড়ীয়া	আখাউড়া
	কুমিল্লা	ব্রাহ্মনপাড়া, হোমনা

আত্মকর্মসংস্থান সৃজনঃ

প্রশিক্ষিত যুবদের প্রশিক্ষণোত্তর স্ব-স্ব প্রশিক্ষণ বিষয়ে কাজে নিয়োজিত করার জন্য অধিদপ্তরের নিজস্ব ঋণ সুবিধার পাশাপাশি পরিবার হতে অর্থের সংস্থান করা, কর্মসংস্থান ব্যাংকসহ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে সহায়তা প্রাপ্তিতে অব্যাহত সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। এর ফলে প্রশিক্ষিত যুবগণ নিজেই নিজের কাজ তৈরীর ব্যবস্থা করছে এবং পরোক্ষভাবে তার প্রকল্পে একাধিক যুবকের কর্মসংস্থান তৈরী করছে। প্রকল্পে উৎপাদিত পণ্য ও সেবা জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখছে।

- অধিদপ্তরের শুরু থেকে জুন '২০২৫ পর্যন্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবদের মধ্যে ২৪,৬৮,০৮৭ জন যুব আত্মকর্মীতে পরিণত করা হয়েছে।
- ২০২৪-২৫ অর্থবছরের আত্মকর্ম সৃজনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩৫,০০০ জন, জুন'২০২৫ পর্যন্ত অর্জিত হয়েছে ৩৪,৩৩১ জন।
- ঋণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন বিষয়ক বিভাগীয় কর্মশালা:

প্রতিবছর বিভাগওয়ারী প্রতিটি উপজেলা কার্যালয়ে বাস্তবায়িত ঋণ ও আত্মকর্মসৃজন কার্যক্রম মূল্যায়নের জন্য কর্মশালা করা হয়। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী জেলার উপপরিচালক, সহকারী পরিচালক এবং জেলাধীন উপজেলার সকল উপজেলা যুব উন্নযন কর্মকর্তা এবং নিম্নবর্ণিত সহকারী যুব উন্নয়ন কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। প্রতিটি কর্মশালায় চলমান বছরের ঋণ বিতরণ, আদায় এবং খেলাপীভিত্তিতে ঋণ কার্যক্রম মূল্যায়ন করা হয়, ঋণ নীতিমালা যথাযথ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্টদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়, ঋণ নীতিমালায় সংযোজন ও বিয়োজন বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করা হয় এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নে সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও উত্তরণের পন্থা নিরূপন করা হয়।

টেবিল -৮: ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ঋণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন বিষয়ক বিভাগীয় কর্মশালার তথ্য:

বিভাগ ও কর্মশালার ভেন্যু	অংশগ্রহণকারী জেলা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
ঢাকা বিভাগ- মহাপরিচালক (গ্রেড-১) এর কার্যালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা	ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, গাজীপুর, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর, শরিয়তপুর, মাদারীপুর রাজবড়ী ও গোপালগঞ্জ জেলা	১২৬ জন
ময়মনসিংহ বিভাগ- যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নেত্রকোণা জেলা	ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, শেরপুর, জামালপুর, টাঙ্গাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা	৮৬ জন
রাজশাহী বিভাগ- বগুড়া অঞ্চলিক যুব কেন্দ্র, বগুড়া	রাজশাহী, চাপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ, বগুড়া, জয়পুরহাট, পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলা	১০২ জন
রংপুর বিভাগ- নীলফামারী জেলা, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, নীলফামারী, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় জেলা	৯২ জন
খুলনা বিভাগ- খুলনা যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সোনাডাঙ্গা, খুলনা	খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, যশোর, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, নড়াইল ও কুষ্টিয়া জেলা	১০৩ জন
বরিশাল বিভাগ- কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি), বরিশাল	বরিশাল, পটুয়াখালী, ঝালকাঠি, বরগুণা, পিরোজপুর ও ভোলা জেলা	৬৮ জন
চট্টগ্রাম বিভাগ- যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম. কক্সবাজার, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, ফেণী ও চাঁদপুর জেলা	১১৬ জন
সিলেট বিভাগ- যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র , টিলাগড়, সিলেট	সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, কুমিললা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা	৯১ জন

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ঋণ কার্যক্রমকে ডিজিটালাইজড করার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম:

ক. কার্যক্রমের ই-সার্ভিস:

প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যুবগণ প্রশিক্ষণোত্তর ঋণের প্রত্যাশায় উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসে একাধিকবার যাতায়াত করে অর্থ ও সময়ের অপচয় করেন। তাদের এ ভোগান্তি দূর করার জন্য ঋণ কার্যক্রমের ই-সার্ভিস কার্যক্রমের প্রবর্তন করা হয়। এছাড়াও সরকারি সেবাকে পূর্ণাঙ্গ ডিজিটালাইজ করার পদক্ষেপ হিসেবে প্রতিটি দপ্তর সংস্থার উল্লেখযোগ্য সেবাকে ই-সার্ভিসে রূপান্তরের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে একজন প্রশিক্ষিত যুব অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে ঋণ সেবা বক্সে প্রবেশ করে (dyd.gov.bd) তার নিজস্ব ডিভাইস (কম্পিউটার, ল্যাপটপ, এ্যানড্রয়েড মোবাইল) অথবা ইউডিসি হতে ঋণের আবেদন করতে পারেন। আবেদনকারীকে এ প্রক্রিয়ায় তার ঋণ পাওয়া বা না-পাওয়ার বিষয়ে অবহিত করা হয়। ঋণ প্রদানের সমুদয় প্রক্রিয়া ইলেকট্রনিক ডিভাইসের মাধ্যমে সম্পন্ন করে তাকে চেক গ্রহণের জন্য উপজেলা কার্যালয়ে নির্ধারিত সময়ে একদিন মাত্র আসতে বলা হয়। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য একটি সফটওয়্যার প্রস্তুত করে বিসিসি'র সার্ভারে আপলোড করা হয়েছে এবং অধিদপ্তরের ওয়েবপোর্টালের লিংক দেওয়া হয়েছে। এ সিস্টেমে ঋণ আবেদন, ঋণ অনুমোদন এবং বিতরণ প্রক্রিয়া ইলেক্ট্রনিক ডিভাইসে সম্পন্ন করা হয় তবে ঋণের চেক ম্যানুয়ালী বিতরণ করা হয়। এছাড়া একই সাথে ম্যানুয়ালী যুব ঋণ অনুমোদন কার্যক্রম ও চলমান রয়েছে।

খ. মোবাইল ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণের কিস্তি আদায় কার্যক্রম:

ঋণ সেবাগ্রহীতাদের কিস্তি পরিশোধে সুবিধা বৃদ্ধি অর্থাৎ অর্থ, সময় ও যাতায়াত সাশ্রয় ও যুবদের একটি আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার সাথে যুক্ত করা এবং কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য যুব ঋণের কিস্তি মোবাইল ব্যাংকের মাধ্যমে আদায়ের জন্য এই কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়। ঋণ গ্রহীতাগণ এই প্রক্রিয়ায় তাদের কিস্তির টাকা যে কোন সময়ে নিজ অবস্থান থেকেই যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নির্ধারিত হিসাবে জমা করতে পারেন। ডাচ-বাংলা মোবাইল ব্যাংক (রকেট)-এর মাধ্যমে ঋণের কিস্তি আদায় কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। দেশের মোট ১৩৯ টি উপজেলায় এ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

গ. ঋণ কার্যক্রমের ই-রিপোর্টিং কার্যক্রম:

এ প্রক্রিয়ায় প্রতিটি উপজেলার সকল ঋণীর তথ্যের ইলেকট্রনিক ডাটাবেজ তৈরী এবং হালনাগাদকৃত ডাটাবেজ হতে উপজেলা, জেলা এবং কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের মাসিক প্রতিবেদন স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রস্তুত হয়। এ সিস্টেম ব্যবহারের ফলে প্রতিবেদন প্রস্তুতিতে সময়, শ্রম ও অর্থের ব্যাপক সাশ্রয় হয় এবং প্রতিবেদনের সঠিকতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়। এ সিস্টেমের মাধ্যমেও অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে প্রবেশ করে (ডিজিটাল পাশবই অপশনে গিয়ে) একজন প্রশিক্ষিত যুব তার নিজ অবস্থান হতে ঋণের আবেদন করতে পারেন এবং ঋণের প্রাপ্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেন। এ পদ্ধতিতে সংযুক্ত ইলেকট্রনিক পাশবই এর মাধ্যমে ঋণ গ্রহীতাগণ স্ব-স্ব অবস্থান হতে ইলেকট্রনিক্যালী তার কিস্তি পরিশোধের স্ট্যাটাস জানতে পারেন। অর্থাৎ এ প্রক্রিয়ায় একজন সেবা প্রত্যাশী শুধুমাত্র আবেদন প্রেরণ এবং প্রাপ্যতা সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন। এ সিস্টেমের মাধ্যমে কার্যক্রমের ব্যবস্থাপকগণ উপজেলার চলমান, খেলাপী, পরিশোধিত, সকল ঋণের সমন্বিত বা একক ঋণের তথ্যাদি সহজে পেতে পারেন, ফলে ঋণ কার্যক্রম তদারকী এবং ব্যবস্থাপনা যথেষ্ট সহজতর হয়েছে। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছর পর্যন্ত ১৬ জেলার ১৩৯ উপজেলায় এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

ঘ. ঋণ কার্যক্রমের ডাটাবেজ ব্যবহার করে ঋণের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সম্পাদন:

ঋণ কার্যক্রমের স্বচ্ছতা এবং শৃংখলা বজায় রাখার স্বার্থে প্রতিটি কার্যালয়ে ঋণের ডাটাবেজ তৈরির মাধ্যমে সকল ঋণীর তথ্য সংরক্ষণ করা। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য একটি সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে। সফটওয়্যারটি ঋণের ডাটাবেজ সফট্ওয়্যার নামে পরিচিত যার লিংক- http://103.48.16.204/loanee/- এটি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পক্ষে বিসিসি-এর সার্ভারে হোস্ট করা হয়েছে এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ওয়েব পোর্টালে লিংকটি সংযুক্ত করা হয়েছে।

প্রতিটি উপজেলা কার্যালয়ের আলাদা আইডি রয়েছে এবং বিতরণকৃত ঋণীদের তথ্য সংশ্লিষ্ট উপজেলার আইডি থেকে এন্ট্রি করলে স্ব স্ব উপজেলার ঋণের তথ্য ডাটাবেজে সংরক্ষিত হয়। এ সকল ডাটা উপজেলা, জেলা এবং প্রধান কার্যালয় থেকে উপজেলাওয়ারি, জেলাওয়ারি এবং সারাদেশের ডাটা একযোগে প্রদর্শিত হয়।

এ ডাটাবেজ ব্যবহার করে ভার্চুয়ালী যে কোন উপজেলার ঋণ কার্যক্রম নিরীক্ষা এবং তদারকী করা সম্ভব। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত ঋণ কার্যক্রমের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সম্পাদন সহজ হয়েছে, সময়, অর্থ এবং যাতায়াত সাশ্রয় হয়েছে।

এ ধারণা বাস্তবায়নের ফলে উপজেলা, জেলা এবং প্রধান কার্যালয় থেকে ঋণ কার্যক্রম ভার্চুয়ালি মনিটরিং করা সম্ভব হচ্ছে। ঋণের ডিজিটাল ডাটবেজ তৈরির ফলে বছরে অধিক সংখ্যক উপজেলাকে নিরীক্ষার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। ঋণ নিরীক্ষা কার্যক্রমটি স্মার্ট হয়েছে এবং ঋণ কার্যক্রমের অনিয়ম ও আত্মসাত চিহ্নিতকরণসহ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়াও ঋণের রিপোর্টিও এ সফটওয়ার থেকে সহজেই প্রধান কার্যালয় সংগ্রহ করতে পারে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ শাখার তত্ত্বাবধানে ই-গভর্ন্যান্স এবং উদ্ভাবন কার্যক্রম বাস্তবায়নঃ

২০২৩-২৪ অর্থবছরে "ডিজিটালী ঋণ আদায় ও রেকর্ড সংরক্ষণ" শিরোনামে একটি উদ্ভাবন ধারণা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ঋণ গ্রহীতা যুবেদের ঋণ পরিশোধে সময়, অর্থ এবং যাতায়াত সাশ্রয়, যুব ঋণ আদায় সহজ করা, ঋণ আদায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা, ডিজিটালী ঋণ আদায়ের মাধ্যমে ক্যাশলেস ট্র্যানজেকশন পদ্ধতি প্রবর্তন এবং ডিজিটালী রেকর্ড সংরক্ষণের মাধ্যমে পেপারলেস অফিস ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন তথা স্মার্ট গভর্মেন্ট পদ্ধতি প্রবর্তন, ঋণ সুবিধাভোগী যুবদের ডিজিটালাইজড কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করে স্মার্ট সিটিজেন তৈরির জন্য "ডিজিটালী ঋণ আদায় ও রেকর্ড সংরক্ষণ" উদ্ভাবন আইডিয়া বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

উদ্ভাবন ধারণা বাস্তবায়নের জন্য নভেম্বর ২০২৩ হতে ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত ৮বিভাগের ৮টি উপজেলার (ঢাকা বিভাগের ঢাকা জেলার ধানমন্ডি ইউনিট থানা, ময়মনসিংহ বিভাগের শেরপুর সদর উপজেলা, রাজশাহী বিভাগের বগুড়া সদর উপজেলা, রংপুর বিভাগের দিনাজপুর সদর উপজেলা, চট্টগ্রাম বিভাগের নোয়াখালী সদর উপজেলা, সিলেট বিভাগের সিলেট সদর উপজেলা, খুলনা বিভাগের সাতক্ষীরা সদর উপজেলা এবং বরিশাল বিভাগের বরিশাল সদর উপজেলায় পাইলটিং করা হয়েছে;

ঋণ গ্রহীতাগণ তাদের ঋণের কিস্তি মোবাইল ব্যাংক (রকেট)-এর মাধ্যমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বিলার আইডি ১২০৯ তার ডিজিটাল ঋণ নম্বর ব্যবহার করে নিজ নিজ অবস্থান থেকে পরিশোধ করতে পারেন। মোবাইল ব্যাংক প্রতিষ্ঠান (রকেট)-এর পোর্টাল থেকে প্রতিটি উপজেলা স্ব স্ব উপজেলা কার্যালয়ের অনুকূলে পরিশোধিত ঋণের তথ্য দেখতে পাওয়া যায়। পরিশোধিত ঋণের তথ্য স্ব স্ব উপজেলা কার্যালয় সফটওয়্যারে মাস্টার রেজিষ্টার অংশে এন্ট্রি করে ফলে ঋণ পরিশোধের ডাটাবেজ তৈরি হয়।

ডিজিটালী ঋণ পরিশোধের তথ্য সংরক্ষিত থাকায় যে কোনো প্রান্ত থেকে ঋণ পরিশোধের তথ্যচিত্র মনিটর করা যায় একই সংগে ঋণীগণ তার মোবাইল, ল্যাপটপ বা অনুরূপ কোনো ডিজিটাল ডিভাইস থেকে তার ঋণ পরিশোধের তথ্য জানতে পারেন এবং প্রয়োজনে ডিজিটাল ঋণের পাসবই হিসেবে তার ডিভাইসে সংরক্ষণ করতে পারেন বা প্রিন্ট নিতে পারেন।

এ ধারণা বাস্তবায়নের ফলে আদায়কৃত ঋণের অর্থ হস্তমজুদ রেখে পরে জমা প্রদান বা ঋণের অর্থ আত্মসাত রোধ করা সম্ভব হয়েছে। আদায়কৃত টাকা যথাযথভাবে নির্ধারিত হিসাবে জমা ঋণীগণ নিজেই তার ডিভাইস থেকে দেখতে পাচ্ছেন ফলে ঋণীদের মধ্যে আস্থার সৃষ্টি হয়েছে। যুব ঋণ আদায় সহজ হয়েছে এবং ঋণ কার্যক্রমের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সহজ হয়েছে। ঋণ পরিশোধে যুবদের সময় ও অর্থ ব্যয় এবং যাতায়াত সাশ্রয় হয়েছে সর্বোপরি ডিজিটালী ঋণ আদায়ের মাধ্যমে ক্যাশলেস ট্র্যানজেকশন পদ্ধতি প্রবর্তন এবং ডিজিটালি রেকর্ড সংরক্ষণের মাধ্যমে পেপারলেস অফিস ব্যবস্থাপনা তথা স্মার্ট গভর্মেন্ট পদ্ধতি প্রবর্তন, ঋণ সুবিধাভোগী যুবদের ডিজিটালাইজড কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করে স্মার্ট সিটিজেন তৈরির কার্যক্রম বাস্তবায়নের সুচনা করা হয়েছে।

যুব উন্নয়ন একাডেমি, সাভার, ঢাকা

অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পেশাগত মান উন্নয়ন এবং দক্ষতাবৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকার অদূরে সাভারে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের পশ্চিম পার্শ্বে ব্যাংক টাউনের বিপরীতে ৫.৫৯ একর জমির উপর ১৯৯২ সালে যুব উন্নয়ন একাডেমি (কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র) প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটে বাস্তবায়নকৃত প্রশিক্ষণের তথ্য নিম্নে দেয়া হলো-

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	প্রশিক্ষণার্থীর পর্যায়	মেয়াদ	বাস্তবায়ন সময়কাল	প্রশিক্ষণ		প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	
				ব্যাচ	জন	ব্যাচ	জন
১. বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স	নব নিয়োগপ্রাপ্ত/পদোন্নতি প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী	৬০দিন	১৪ ডিসেম্বর ২০২৪ হতে ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫	০১	৩০	০১	৩০
২. বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স	নব নিয়োগপ্রাপ্ত/পদোন্নতি প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী (১২-১৬ তম গ্রেড)	৩০দিন	২২ ফেব্রুয়ারি হতে ২৩ মার্চ ২০২৫	০১	৩০	০১	৩০
৩. আর্থ-প্রশাসন, ই-নথি, ইজিপি ও আইবাস ++ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	ডিডি, পিসি,ডিপিসি, উযুউক	৭ দিন	৪-১০ জানুয়ারি ২০২৫ ১১-১৭ জানুয়ারি ২০২৫	০২	৬০	০২	৫৯
৪. ইয়ুজ অব স্মার্ট টুলস বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	ডিডি,পিসি,ডিপিসি,এডি, সিডিও, উযুউক,	৭ দিন	২১-২৭ ডিসেম্বর ২০২৪	০১	৩০	০১	৩০
৫. বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স (টিওটি)	সিনিয়র ইনস্ট্রাক্টর, ইনস্ট্রাক্টর, সহকারী ইনস্ট্রাক্টর (বিভিন্ন ট্রেড)	৭ দিন	২৫-৩১ জানুয়ারি ২০২৫ ০১-০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫	০২	৮০	০২	৮০
৬. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	প্রধান সহকারী/ অফিস সহঃ/ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	১৪ দিন	০৮-২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫	০১	৩০	০১	৩০
৭. নেতৃত্ব উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	ডিডি,পিসি,ডিপিসি,এডি, সিডিও, উযুউক ও সউযুউক	৭ দিন	২২-২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫	০১	৪০	০১	৩৪
৮. ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড হাউজওয়্যারিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোস	সহকারী প্রশিক্ষক (ইলেকট্রিক্যাল)/ইলেকট্রিশিয়ান কাম-পাম্প অপারেটর	৫ দিন	০১-০৫ মার্চ ২০২৫	০১	৪০	০১	৪০
৯. বিষয়ভিত্তিক রিফ্রেসার প্রশিক্ষণ কোর্স	সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	৩ দিন	১৫-১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ১৮-২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫	০২	৮০	০২	৮০
১০. শিষ্টাচার ও প্রটোকল	১৭-২০ তম গ্রেডের কর্মচারী	৩ দিন	০৬-০৮ মার্চ ২০২৫	০১	৪০	০১	৪০
১১. ইয়ুজ অব স্মার্ট টুলস ও সঞ্জীবনী বিষয়ক বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্স	মাঠ পর্যায়ের ১১-১৬ গ্রেডের কর্মচারী	৭ দিন	১১-১৭ জানুয়ারি ২০২৫	০১	৩০	০১	৩০
১২. সঞ্জীবনী বিষয়ক বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্স	গাড়ী চালক ও ১৭-২০ গ্রেডের কর্মচারী	৪ দিন	০১-০৪ জানুয়ারি ২০২৫	০১	৩০	০১	৩০
			সর্বমোট =	১৫	৫২০	১৫	৫১৩

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	প্রশিক্ষণার্থীর পর্যায়	মেয়াদ	বাস্তবায়ন সময়কাল	প্রশিক্ষণ		প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	
				ব্যাচ	জন	ব্যাচ	জন
১৩. কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহের বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রম মূল্যায়ন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নতুন কোর্সের সুপারিশকরণ বিষয়ক কর্মশালা-২০২৫	১১তম থেকে তদুর্ধ্ব গ্রেডের কর্মকর্তা	১ দিন	২৫ মে ২০২৫	০১	৬০	০১	৫৫
			সর্বমোট =	১ ব্যাচ	৬০ জন	০১ব্যাচ	৫৫ জন

যুব উন্নয়ন একাডেমি'র প্রশাসনিক ভবন, সাভার, ঢাকা

যুব উন্নয়ন একাডেমি, সাভার, ঢাকায় গাছের চারা রোপন করছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ মাহবুব-উল-আলম

যুব উন্নয়ন একাডেমি, সাভার, ঢাকা প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরক কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা-এর প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে প্রকল্প বাজেটে বাস্তবায়নকৃত প্রশিক্ষণের তথ্য নিম্নে দেয়া হলো-

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	প্রশিক্ষণার্থীর পর্যায়	মেয়াদ	বাস্তবায়ন সময়কাল	প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা		প্রশিক্ষণ অগ্রগতি	
				ব্যাচ	জন	ব্যাচ	জন
১. বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স	নব নিয়োগপ্রাপ্ত/পদোন্নতি প্রাপ্ত রকর্মকর্তা/কর্মচারী (১১তম গ্রেড থেকে তদুর্ধ্ব)	৬০দিন	৭ অক্টোবর হতে ৫ ডিসেম্বর ২০২৪	০১	৩০	০১	৩০
২. বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স	নব নিয়োগপ্রাপ্ত/পদোন্নতি প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী (১২-১৬ তম গ্রেড)	৩০দিন	৩ আগস্ট হতে ১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ৭ সেপ্টেম্বর হতে ৬ অক্টোবর ২০২৪	০২	৬০	০২	৬০
৩. আর্থ-প্রশাসন, ই-নথি, ইজিপি ও আইবাস ++ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	ডিডি,পিসি,ডিপিসি, উযুউক	৭ দিন	১৪-২০ ডিসেম্বর ২০২৪ ২৮ ডিসেম্বর ২০২৪ হতে ০৩ জানুয়ারি ২০২৫	০২	৬০	০২	৫৯
৪. ইয়ুজ অব স্মার্ট টুলস বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	ডিডি,পিসি,ডিপিসি,এডি, সিডিও, উযুউক	৭ দিন	০৪-১০ নভেম্বর ২০২৪ ১১-১৭ নভেম্বর ২০২৪	০২	৬০	০২	৫৯
৫. বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স (টিওটি)	সিনিয়র ইনস্ট্রাক্টর, ইনস্ট্রাক্টর, সহকারী ইনস্ট্রাক্টর (বিভিন্ন ট্রেড)	৭ দিন	১৭-২৩ আগস্ট ২০২৪ ২৪-৩০ আগস্ট ২০২৪	০২	৬০	০২	৫৯
৬. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	প্রধান সহকারী/ অফিস সহ:/ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	১৪ দিন	০৩-১৬ আগস্ট ২০২৪ ৭-২০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ৭-২০ অক্টোবর ২০২৪ ২১ অক্টোবর হতে ৩ নভেম্বর ২০২৪	০৪	১২০	০৪	১১৯
৭. নেতৃত্ব উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	ডিডি,পিসি,ডিপিসি,এডি, সিডিও, উযুউক ও উযুউক	৭ দিন	২১-২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ২৯ সেপ্টেম্বর হতে ৪ অক্টোবর ২০২৪	০২	৬০	০২	৬০
৮. কমিউনিকেটিভ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ প্রশিক্ষণ কোর্স	সিনিয়র ইনস্ট্রাক্টর, ইনস্ট্রাক্টর, সহকারী ইনস্ট্রাক্টর, প্রদর্শক (বিভিন্ন ট্রেড)	৩ সপ্তাহ	১৮ নভেম্বর হতে ৮ ডিসেম্বর ২০২৪	০১	৩০	০১	৩০
৯. ইয়ুজ অব স্মার্ট টুলস ও সঞ্জীবনী বিষয়ক বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্স	মাঠ পর্যায়ের ১১-১৬ গ্রেডের কর্মচারী	৭ দিন	৭-১৩ ডিসেম্বর ২০২৪	০১	৩০	০১	৩০
১০. "আয়বর্ধক কাজে Gen-Z দের সম্পৃক্ততা" বিষয়ক কর্মশালা	১১তম থেকে তদুর্ধ্ব গ্রেডের কর্মকর্তা, আত্মকর্মী/Gen-Z	১ দিন	সর্বমোট = ৭ নভেম্বর ২০২৪	১৭ ০১	৫১০ ৬০	১৭ ০১	৫০৬ ৬০
			সর্বমোট =	০১ ব্যাচ	৬০ জন	০১ ব্যাচ	৬০ জন

যুব উন্নয়ন একাডেমি

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	শতকরা হার
শুরু থেকে জুন ২০২৫ পর্যন্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী প্রশিক্ষণ	২২,৫৭৮ জন	২২,৩৩৬ জন	৯৯%
শুরু থেকে জুন ২০২৫ পর্যন্ত আয়োজিত কর্মশালা/সেমিনার	২,০৬০ জন	১,৯৯৪ জন	৯৭%
২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ	১০৩০ জন	১০১৯ জন	৯৯%

যুব উন্নয়ন একাডেমি সাভার, ঢাকায় প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বক্তব্য প্রদান করছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ মাহবুব-উল-আলম

যুব উন্নয়ন একাডেমি সাভার, ঢাকায় প্রশিক্ষণ কোর্সের একটি সেসনে বক্তব্য প্রদান করছেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) জনাব এম এ আখের যুগ্মসচিব

নেতৃত্ব উন্নয়ন বিষয়ক মাঠ পরিদর্শন কোর্সে ডেফোডিল ইউনিভার্সিটিতে প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মকর্তা আলোচনা করছেন

তথ্য ও যোগাগোগ বিষয়ক প্রশিক্ষণ, যুব উন্নয়ন একাডেমি সাভার, ঢাকা

গ্রন্থাগার, যুব উন্নয়ন একাডেমি সাভার, ঢাকা

০৬. আঞ্চলিক মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র

মাঠ পর্যায়ে ঋণ গ্রহিতা সদস্যদের নেতৃত্ব বিকাশ, ঋণ ব্যবস্থাপনা, ঋণ ব্যবহার, স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকার অদূরে সাভার, সিলেট, রাজশাহী ও যশোরে কম-বেশি ৩.০০ একর জমির উপর ১৯৯২ সালে ৪টি আঞ্চলিক মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ	২৪০	২৩২জন
২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ	২৪০	২৪০
ক্রমপুঞ্জিত প্রশিক্ষণ,জুন২০২৫ পর্যন্ত	---	৮৯৭৭ জন

০৭. যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে বাস্তবায়িত কর্মসূচি

কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবমহিলাদের গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি পালন, প্রাথমিক চিকিৎসা, মৎস্যচাষ ও কৃষি বিষয়ে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কলাকৌশল সম্পর্কিত ০৩ মাস মেয়াদি আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তাদেরকে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করাই এ কর্মসূচির উদ্দেশ্য। যুবদেরকে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রাণী সম্পদ সংরক্ষণ ও উহাদের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে জ্ঞানদান করা হয়। প্রতি ব্যাচে ৬০ জন বেকার যুবক ও যুবমহিলাকে আবাসিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা মোট ৭০ টি।

কার্যক্রম	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক অর্জন
২০২১-২০২২ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ	২৩,৭৬০ জন	১৭৯১৭ জন
২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ	১৭,৫১০ জন	১৭,৫০৮ জন
২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ	১৭৫১০ জন	১৭২৬৪ জন
২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ	১৭৫১০ জন	১৭৩২৯ জন

গবাদিপশুর টিকাদান কর্মসূচির ব্যবহারিক শিক্ষা প্রশিক্ষণ

চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের কার্যক্রমের অগ্রগতির বিবরণ

১. টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর আন্ডারপ্রিভিলেজড রুরাল ইয়াং পিপল অব বাংলাদেশ (টেকাব ২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প

শহর ও গ্রামের যুবদের মধ্যে দক্ষতাও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবধান হ্রাস করে কম্পিউটার প্রশিক্ষণে গ্রামের ১৮-৩৫ বছরের শিক্ষিত সুবিধা বঞ্চিত দরিদ্র যুবদের অংশগ্রহণের জন্য প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে 'টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর আন্ডারপ্রিভিলেজড রুরাল ইয়ং পিপল অব বাংলাদেশ (টেকাব ২য় পর্ব)' শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় ভ্রাম্যমান আইসিটি প্রশিক্ষণ ভ্যানের (মিনিবাস) মাধ্যমে যুবদের দোরগোড়ায় প্রশিক্ষণ সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। প্রতিটি ভ্রাম্যমান আইসিটি প্রশিক্ষণ ভ্যানে এগারটি ল্যাপটপ, ভ্রাম্যমান ইন্টারনেট সুবিধা, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, অডিও সিস্টেম, জেনারেটরসহ কম্পিউটার প্রশিক্ষণের আধুনিক সকল সুযোগ সুবিধা রয়েছে। প্রতিটি ভ্রাম্যমান আইসিটি প্রশিক্ষণ ভ্যান প্রতি উপজেলায় দুই মাস অবস্থান করে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এভাবে পর্যায়ক্রমে চাহিদা অনুযায়ী প্রতিটি বিভাগের সকল উপজেলায় (সদর উপজেলা ব্যতীত) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৫০৮০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ৪ (চার) বছর ০১-০১-২০২২ ইং হতে ৩১-১২-২০২৫ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত। প্রশিক্ষণের মোট লক্ষ্যমাত্রা- ১২৮৮০ জন। ১৪টি আইসিটি প্রশিক্ষণ ভ্যান দিয়ে প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্প হতে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি কর্ম দিবসে জন প্রতি ২০০/- টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা/যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়। এছাড়া প্রশিক্ষণার্থীদের আপ্যায়নের জন্য প্রতি কর্ম দিবসে জনপ্রতি ১০০/- টাকা হারে প্রদান করা হয়।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র সুবিধা বঞ্চিত যুবদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি;
- দরিদ্র যুবদের নিজ নিজ অবস্থানে রেখে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি;
- আইসিটি বিষয়ক চাকুরির ক্ষেত্রে গ্রামীণ দরিদ্র যুবদের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- গ্রামীণ ও শহুরে যুবদের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক জ্ঞানের ব্যবধান হ্রাস করা।
- প্রতিবন্ধী ও চর এলাকার পিছিয়ে পড়া যুবদের প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ দেয়া।

ভ্রাম্যমাণ আইসিটি প্রশিক্ষণ ভ্যানে প্রশিক্ষণ চিত্র

কার্যক্রম	আরএডিপি বরাদ্দের লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)	আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)	প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা (জন)	প্রশিক্ষণ অগ্রগতি (জন)
মোট প্রকল্প ব্যয় (জুনায়ারি ২০২২ থেকে জুন ২০২৫	৫০৮০.০০	৩৪৪৬.৩০	১২৮৮০	৯৫২০
২০২১-২০২২ অর্থবছর	৮৭৫.০০	৮০৯.৮২	২৮০	২৮০
২০২২-২০২৩ অর্থবছর	৮৫০.০০	৬২০.৪৮	২৫২০	২৫২০
২০২৩-২০২৪ অর্থবছর	৯০৭.০০	৮৮১.৮০	৩৩৬০	৩৩৬০
২০২৪-২০২৫ অর্থবছর	১২৬৪.০০	১১৩৪.২০	৩৩৬০	৩৩৬০

২. দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তিনির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইমপ্যাক্ট- ৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত) প্রকল্প

গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগীর খামার স্থাপন ও সম্প্রসারণ এবং বায়োগ্যাস প্রযুক্তি বিষয়ক গ্রামীণ যুবদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে প্রকল্পটি ভূমিকা রাখছে। খামারে বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের ফলে বায়ুমন্ডলে কার্বন নি:সরণ হ্রাস তথা গ্রামীণ মহিলাদের ধোঁয়াহীন আরামদায়ক, স্বাস্থ্যসম্মত, সময় সাশ্রয়ী এবং বন উজাড় রোধ করে দেশের ইকো-সিস্টেমের উন্নয়নে অবদান রেখেছে। বায়োগ্যাস প্লান্টের অবশিষ্ট বর্জ্য মৎস্য খামার ও কৃষি জমিতে ব্যবহারের ফলে মাইক্রো নিউট্রিয়েন্ট সমৃদ্ধ জৈব সার উৎপাদন করে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি ও দুষণমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে এ প্রকল্পটি তার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে চলেছে।

ইতিপূর্বে পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে জুলাই ২০০৬ হতে জুন ২০১১ মেয়াদে ১ম পর্যায়ে ১০টি উপজেলায় প্রকল্পটির সফল বাস্তবায়ন হয়। পরবর্তীতে ৬৬ উপজেলায় সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে জানুয়ারি ২০১৪ হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত মেয়াদে প্রকল্পটি ২য় পর্যায়ে বাস্তবায়িত হয় এবং এরই ধারাবাহিকতায় ৩য় পর্যায়ে ৪৯২ টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

৩য় পর্যায়ে প্রকল্পটি গত ১৯ জুলাই ২০২১ খ্রি. তারিখে আরডিপিপি প্রণয়ন করা হয় এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ২৩৬০০.০০ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়। জ্বালানী চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রকল্প মেয়াদে লক্ষ্যমাত্রা সর্বোচ্চ ৩২০০০টি বায়োগ্যাস প্লাট স্থাপন এবং ১,৪৯,০২৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করার জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। জুন ২০২৫ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত প্রকল্পটির মাধ্যমে ৭৬২৬০ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে এবং ৪৩৭৮টি বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপিত হয়েছে। প্রকল্পটি জুলাই ২০২৫ থেকে জুন২০২৭ পর্যন্ত ০২(দুই) বছর বৃদ্ধির বিষয়ে আরডিপি পুনর্গঠন প্রক্রিয়াধীন আছে।

কার্যক্রম	এডিপি বরাদ্দের লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)	আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)	প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা (জন)	প্রশিক্ষণ অগ্রগতি (জন)	বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের সংখ্যা (টি)
মোট প্রকল্প ব্যয় (জুলাই ২০২১ - জুন ২০২৫)	২৩৬০০.০০	১৫২৫৬.১১	১,৪৯,০২৫	৭৬২৬০	৪৩৭৮
২০২১-২০২২ অর্থবছর	৩৩.০৯	৩৩.০৯	-	-	-
২০২২-২০২৩ অর্থবছর	১৯৫১.০০	১০৩১.৪৩	৩৮৬০	৩৮৬০	৫৬৮
২০২৩-২০২৪ অর্থবছর	৮৯২৫.০০	৮৭৯৭.১৮	১৭১২০	১৭২৮০	২৫৮০
২০২৪-২০২৫ অর্থবছর	৫৪৪০.০০	৫৩৯৪.৪১	৫৫১২০	৫৫১২০	২৮৫৫

ইমপ্যাক্ট প্রকল্পের বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন কার্যক্রম

৩. লাইফ স্কিলস এডুকেশন ইন ইয়ুথ ট্রেনিং সেন্টার এন্ড স্ট্রেন্দেনিং অব ন্যাশনাল ইয়ুথ প্লান (LYTC & SNYP) প্রকল্প

UNFPA এর অর্থায়নে Life Skills Education in Youth Training Center & Strengthening of National Youth Platform (1st Revised) শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি ০১-০৭২০২২ খ্রি. হতে ৩০-০৬-২০২৬ খ্রি. মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় ২০টি জেলায় শিক্ষিত বেকার যুবদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের পাশাপাশি "লাইফ স্কীলস এডুকেশন" বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে নির্বাচিত জেলার কর্মকর্তা/প্রশিক্ষকদের "লাইফ স্কীলস এডুকেশন" বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও বাস্তবায়নে কাজ করছে। নিয়মিত প্রশিক্ষণের পাশাপাশি "লাইফ স্কীলস এডুকেশন" বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নারী প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্য হতে প্রতিবছর প্রতি জেলা হতে নির্বাচিত ১৫ (পনের) জনকে তাদের গৃহীত প্রকল্প/কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা করার লক্ষ্যে এককালীন ২০.০০ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও, জাতীয় যুব কাউন্সিলের সদস্যদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Leadership & Participation বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, এ প্রশিক্ষণ যুব নেতৃত্ব বিকাশে সহায়তা করবে এবং জাতীয় নীতি নির্ধারণী সংলাপে যুব ফোরামের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে।

কার্যক্রম	এডিপি বরাদ্দের লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)	আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)	প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা (জন)	প্রশিক্ষণ অগ্রগতি (জন)
মোট প্রকল্প ব্যয় (জুলাই ২০২২-জুন ২০২৬)	৫০৬.২২ (জিওবি- ৪৭.০০ এবং প্রকল্প সাহায্য- ৪৫৯.২২)	-	-	-
২০২২-২০২৩ অর্থবছর	০.০০	১২.৭৯ (প্রকল্প সাহায্য)	৫০	৫০
২০২৩-২০২৪ অর্থবছর	১৪২.০০	৭৮.৫৭	৭৫	৭৫ (জুন ২৪)
২০২৪-২০২৫ অর্থবছর	৯০.০০	৫৭.৪০	-	-
ইয়্যুথ কাউন্সিল সদস্যদের কর্মশালায় অংশগ্রহণ	-	-	৭৫	৭৫

৪. Economic Acceleration and Resilience for NEET (EARN) Project

বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় এদেশের যুবদের উন্নয়ন ও ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য Economic Acceleration and Resilience for NEET (EARN) শীর্ষক প্রকল্পটি ৩,৩৪৮০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০২৩ - জুন ২০২৮ মেয়াদে বিগত ১৩-০৭-২০২৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটি দেশের ৬৪ টি জেলার ২৫০টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। দেশের ৯ লক্ষ যুব প্রত্যক্ষ এবং ২০ লক্ষ যুব পরোক্ষভাবে এ প্রকল্পের সুবিধাভোগী হবেন। নারীর ক্ষমতায়নে এ প্রকল্পের সকল কার্যক্রমে ৬০% যুব মহিলার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে।

জুম প্লাটফর্মে ৬৪ জেলায় একযোগে ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান

NEET তরুণ-তরুণীদের চিহ্নিত করে শিক্ষা এবং দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধিপূর্বক অধিকতর অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা, বিশেষ করে নির্বাচিত গ্রামাঞ্চলের নারীদের জন্য কর্মসংস্থানের বিষয়ে প্রচার ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা, NEET তরুণ-তরুণীদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস করে ২০৩০ সালের মধ্যে বিভিন্ন দক্ষতামূলক ট্রেডে প্রায় ০৯ লক্ষ দক্ষ শ্রমশক্তি তৈরি করে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক রুপান্তর এবং এলডিসি থেকে উত্তরণ প্রক্রিয়ায় সহায়তা করাই EARN প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

'EARN' প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্যক্রম ঃ

১) 'EARN' প্রকল্পের আওতায় ৫০০০ হাজার ভিলেজ লেভেল ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন করা হবে;
২) ০৫ লক্ষ NEET যুব ও যুবনারীকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে;
৩) ২৫০০০ যুবক ও যুবনারীকে অনলাইন ট্রেনিং প্রদান করা হবে;
৪) ২৫০০০ যুবক ও যুবনারীকে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ইনোভেশন ফান্ড প্রদান করা হবে;
৫) প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ২০টি উপজেলায় কমিউনিটি সাপোর্ট চাইল্ড কেয়ার ফ্যাসিলিটিজ ডেভেলপ করা হবে।
৬) স্কুল কলেজ থেকে ঝরে পরা ১ লক্ষ যুবক ও যুবনারীকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ বৃত্তি প্রদান করা হবে।
৭) প্রতিটি উপজেলায় প্রতি বছর কর্মপ্রত্যাশী যুব এবং কর্মে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে জব ফেয়ার আয়োজন করা হয়।
৮) ০১ লক্ষ যুবক ও যুবনারীকে ০৬ মাসব্যাপী ইন্টার্ণশিপ ট্রেনিং দেয়া হবে।
৯) দেশের ২৫০০ ইউনিয়নে ২৫০০ কমিউনিটি গ্রুপ তৈরি করা হবে।
১০) নিবন্ধিত যুব সংগঠনের ৫০ হাজার যুবকে লিডারশিপ ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং প্রদান করা হবে।
১১) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ক্রীড়া পরিদপ্তর, বিকেএসপি এবং জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নে দেশ-বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।
১২) সকল ক্ষেত্রে ডিজিটাল পেমেন্ট এবং একাউন্টস সিস্টেম চালু করা হবে।
১৩) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতায় জেলা পর্যায়ের অফিসসমূহ উন্নয়নে অনুদান প্রদান করা হবে।

এছাড়াও এ প্রকল্পের আওতায় চাহিদাভিত্তিক প্রযুক্তিনির্ভর কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

কার্যক্রম	লক্ষমাত্রা (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)
মোট প্রকল্প ব্যয় (জুলাই ২০২৩- জুন ২০২৮)	৩৩৪৮০০.০০	-
২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ	৩০৮৪.০০	২৭৯৮.৫৯
২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ	৬৫৭৬.০০	৫৮৯০.৫৭

৫. Leaving No One Behind: Improving Skills and Economic Opportunities for the Women and Youths in Cox's Bazar, Bangladesh (ISEC) Project

আইএলও এর কারিগরী সহায়তায়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন কানাডা ও নেদারল্যান্ডস. সরকারের আর্থিক অনুদানে "Leaving No One Behind: Improving Skills and Economic Opportunities for Women and Youth in Cox's Bazar, Bangladesh' (ISEC) প্রকল্পটি কক্সবাজারের নারী, যুবক এবং জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়নের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে তাদেরকে কর্মক্ষম জনশক্তি এবং উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে কাজ করে থাকে। এই প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলির জন্য, বিশেষ করে শ্রম বাজারের চাহিদার আলোকে যারা কর্মসংস্থানে বাধার সম্মুখীন, যেমন NEET (Not in Employment, Education or Training) যুবক, প্রত্যাবর্তনকারী অভিবাসী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য অর্থনৈতিক সুযোগ বৃদ্ধি করা। প্রকল্পটি টেকসই জীবিকার পথ হিসেবে বাজার-চালিত দক্ষতা বিকাশ, ক্যারিয়র সহায়তা পরিষেবা (CSS) এবং উদ্যোক্তা উন্নয়নের উপর জোর দেয়। প্রকল্পটির মেয়াদ ০১ জুন ২০২৩ থেকে ৩০ নভেম্বর ২০২৫।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- কক্সবাজার জেলার Not in Education, Employment and Training (NEET) যুবক, মহিলা ও অন্যান্য দুর্বল জনগোষ্ঠীকে শ্রমবাজারের চাহিদার আলোকে দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী করা এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করা।
- দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির এবং বাজার সৃষ্টির মাধ্যমে বেকার যুবক ও মহিলাদের জন্য কর্মসংস্থান এবং উদ্যোক্তা তৈরীর সুযোগ সৃষ্টি করা।
- প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষকদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান।
- স্থানীয় কৃষকদের উৎপাদিত কৃষি পণ্য রোহিঙ্গা ক্যাম্প, স্থানীয় ও বিদেশী উদীয়মান বাজারের চাহিদার সুবিধা নিতে কৃষি-ব্যবসায়িক প্রবেশাধিকারের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- কক্সবাজারের মূলধারার অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য অতি-দরিদ্র, জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ এবং বিদেশ ফেরত অভিবাসী জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক, আর্থিক ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তির দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
- যুব মহিলা ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপর গুরুত্বারোপসহ শিক্ষানবিশ কর্মসূচিতে অংশগ্রহনের মাধ্যমে পরিবেশ-বান্ধব কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা।
- কক্সবাজার জেলার শ্রমবাজারের কার্যকর শ্রমবাজার তথ্য ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য জেলা যুব উন্নয়ন অফিস ও অন্যান্য সরকারী ও ব্যসরকারী খাতের প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের কর্মসংস্থানে সহায়তা করার জন্য ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং ও কর্মসংস্থান সহায়তা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা।

প্রকল্প টার্গেট গ্রুপ:

ক) অদক্ষ NEET যুবক যাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ পাওয়ার সক্ষমতা নেই;
খ) বিদ্যমান কর্মী যাদের পেশাগত স্বীকৃতি ও উন্নতির জন্য তাদের দক্ষতার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি নেই;
গ) NEET যুবক যাদের ছোট বা মাঝারি আকারের এন্টারপ্রাইজ (MSME) শুরু করতে বা উন্নত করতে ইচ্ছুক;
ঘ) চরম দারিদ্র্য পীড়িত নারী ও পুরুষ (অতি-দরিদ্র);
ঙ) বিদেশ ফেরত অভিবাসী;
চ) জাতিগত এবং/অথবা ধর্মীয় সংখ্যালঘু;
ছ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তি।

কার্যক্রম	আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)	প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা (জন)	প্রশিক্ষণ অগ্রগতি (জন)
২০২৩-২০২৪ অর্থবছর	৪০০০	৪৮৬৬	৪০০০	৪০০০
২০২৪-২০২৫ অর্থবছর	৮০০০	৮৯৫৪.২০	১২০০০	১২৬১১

প্রকল্পটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে, বিশেষ করে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান, উদ্যোক্তাদের উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সহায়তা পরিষেবা প্রদান।

কার্যক্রম	প্রকল্প টার্গেট	২০২৩-২০২৪		২০২৪-২০২৫		ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জন)
		লক্ষ্যমাত্রা (জন)	অগ্রগতি (জন)	লক্ষ্যমাত্রা (জন)	অগ্রগতি (জন)	
দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	৪০০০	৫০০	৪৭০	১৫৪০	১৮০৮	২,২৭৮
রিস্কিলিং এবং আপস্কিলিং	৫৫০	২০০	২২০	২৫০	২৫০	৪৭০
পূর্বের শিক্ষার স্বীকৃতি	৩০০	২০০	১৪০	৬০	৬০	২০০
শিক্ষানবিশ	৪,৮০০	১২০০	১,২৫০	২৪০০	২৪০০	৩,৬৫০
কওমি মাদ্রাসায় প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ	৩৫০০	১০০০	১,০০০	১৫০০	১৪০	১,১৪০
এন্টারপ্রাইজ এবং অতি দরিদ্রদের গ্রাজুয়েশন প্রোগ্রাম	৪৪১০	০	০	৩৫০০	৩৫৬৮	৩,৫৬৮
প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ (ToT)	১৭০০	৭০০	৭২০	২৫০	২১৭	৯৩৭
কর্মসংস্থান সহায়তা পরিষেবা	৩,৫০০	০	০	১৫০০	১৭১৭	১,৭১৭
তরুণ কৃষকদের (পেশাগত নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য, শ্রম অনুশীলন)	২,০০০	২০০	২০০	১০০০	২৪৫১	২,৬৫১
মোট:	**২৪৭৬০**	**৪০০০**	**৪,০০০**	**১২০০০**	**১২৬১১**	**১৬,৬১১**

৬. ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি ফর নিউ প্রজেক্টস অব ডিওয়াইডি' শীর্ষক প্রকল্প

সরকারের নীতিমালা অনুযায়ী কোন উন্নয়ন প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৫০.০০ কোটি টাকার বেশী হলে প্রকল্পটি অনুমোদনের প্রক্রিয়াকরণের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা প্রয়োজন হয়। প্রস্তাবিত প্রকল্পের ইতিবাচক দিক ও সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা এবং কারিগরি ও আর্থিক দিকগুলো বিশ্লেষণ করাই এ সমীক্ষার মূল উদ্দেশ্যে। যাতে সরকারের বিনিয়োগ যথাযথ হয় এবং এর মাধ্যমে দেশ ও দেশের জনসাধারণ উপকৃত হয়। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের প্রাক্কলিত ব্যয় ৫০.০০ কোটি টাকার বেশি হওয়ায় এবং সম্ভাব্য সমীক্ষা না থাকায় প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়ায় সমস্যা হয়। এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে বিআইডিএস এর মাধ্যমে ৪টি প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। পরবর্তীতে সকল প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন করার জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক ৪৯৮.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১ জুলাই ২০২৩ হতে ৩০ জুন ২০২৬ মেয়াদে "ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি ফর নিউ প্রজেক্টস অব ডিওয়াইডি" নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে ইতোমধ্যে ১১টি উন্নয়ন প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।

কার্যক্রম	এডিপি বরাদ্দের লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)	আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্যতা যাচাই লক্ষ্যমাত্রা প্রকল্প	সম্ভাব্যতা যাচাই অগ্রগতি প্রকল্প
মোট প্রকল্প ব্যয় (জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৬)	৪৯৮.০০	২৩৫.৬৫	১১টি	১১টি
২০২৩-২০২৪ অর্থবছর	৭৯.০০	৫৯.১৫	০২টি	০২টি
২০২৪-২০২৫ অর্থবছর	১৮১.০০	১৭৬.৫০	০৯টি	০৯টি

৭. কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প

কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র ১৯৯২ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার সুদীর্ঘ ৩০ বছরেও বিদ্যমান স্থাপনাসমূহের কোন প্রকার মেরামত ও সংস্কার কাজ না হওয়ায়, উপরোক্ত প্রায় সকল স্থাপনা জরাজীর্ণ অবস্থায় পতিত হয়েছে। অত্র কেন্দ্রের বিদ্যমান সকল অবকাঠামো মেরামত ও রং করার মাধ্যমে রক্ষণাবেক্ষণ ও স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করা সহ বাউন্ডারি ওয়াল উর্ধ্বমুখি সম্প্রসারণ, ড্রেন ও অভ্যন্তরীণ রাস্তা মেরামত, আধুনিক প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ক্রয়সহ উন্নত মানের আবাসিক সুবিধা সৃষ্টি করা প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

একই সাথে রাজস্ব বাজেটে বরাদ্দ কম থাকায় প্রকল্পের আওতায় কিছু সংখ্যক প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

কার্যক্রম	**এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)**	**আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)**	**প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা জন**	**প্রশিক্ষণ অগ্রগতি জন**
মোট প্রকল্প ব্যয় (ডিসেম্বর ২০২৩ হতে ৩০ জুন ২০২৭)	২৬৬৬.৬৪	৯৬২.৯০৫	-	-
২০২৩-২০২৪ অর্থবছর	১৭১.০০	১৬৯.৬৭	৩৬০	৩৪৬
২০২৪-২০২৫ অর্থবছর	৯৭১.০০	৯৬২.৯১	৫১০	৫০৬
২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ভবন আধুনিকীকরণ	৫৮.৩৫	৫৮.২১	-	-
২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ভবন আধুনিকীকরণ	৫০৭.৮৩	৫০৭.৬৯	-	-

৮. ৬৪টি জেলায় তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প

দেশে-বিদেশে দক্ষ যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা এবং শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের কম্পিউটারসহ অন্যান্য কারিগরি বিষয়ক ৩ ট্রেডের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহকে আধুনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে রূপান্তরের লক্ষ্যে নভেম্বর ২৩ হতে অক্টোবর ২৬ মেয়াদে এ প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়। ৪৩৮৩.৭৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এ প্রকল্পের (২য় পর্যায়) আওতায় কম্পিউটার বেসিক এন্ড আইসিটি এপ্লিকেশন কোর্সের ৭১টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন কোর্সের ৮টি বিভাগীয় শহরে ৮টি কেন্দ্র, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং ট্রেড, ইলেকট্রনিক্স ট্রেড এবং রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং ট্রেডের ৬৪টি জেলায় ৬৫টি কেন্দ্র (ঢাকায় ২টি) মোট ২৭৪টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কম্পিউটারসহ আধুনিক প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে।

কার্যক্রম	আরএডিপি বরাদ্দের লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)	আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)	উপকারভোগীর লক্ষ্যমাত্রা (জন)	উপকারভোগীর অগ্রগতি (জন)	প্রশিক্ষণ উপকরণ সরবরাহের অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (নভেম্বর ২৩ হতে অক্টোবর ২৬)	৪৩৮৩.৭৫	২১৯.৯৮	-	-	-
২০২৩-২০২৪ অর্থবছর	২২০.০০	২১৯.৯৮	১১৯৩০	১৩৪৩১	২৩১৯
২০২৪-২০২৫ অর্থবছর	২২৫৩.০০	২২৫২.৭৫	২৩৮৬০	২৪৬০০	৬৭৮৮

নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের আওতায় ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং প্রশিক্ষণের ব্যবহারিক কার্যক্রম

৯. দেশের ৪৮টি জেলায় শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্প

বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ২০ থেকে ২৫ লক্ষ নতুন যুবক কর্মসংস্থান বাজারে প্রবেশ করছে। তবে কর্মসংস্থানের চাহিদার তুলনায় কাজের সুযোগ অনেক কম হওয়ায় শিক্ষিত যুবক কর্মসংস্থানের অভাবে বেকার হয়ে পড়ছে। অন্যদিকে, বৈশ্বিক ডিজিটাল অর্থনীতিতে ফ্রিল্যান্সিং-এর চাহিদা আশাব্যঞ্জকভাবে বাড়ছে। এই বাস্তবতায় দেশের শিক্ষিত বেকার যুবসমাজকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তুললে তারা ঘরে বসেই বৈদেশিক আয়ের উৎস হতে পারে। ফলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে, রেমিট্যান্স বাড়বে এবং সমাজে বেকারত্ব ও হতাশা কমবে। এলক্ষ্যে ০৮টি বিভাগের নির্ধারিত ৪৮টি জেলায় শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক মান সম্পন্ন দক্ষ জনবলে রুপান্তর করা এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। প্রকল্পের ১ম ব্যাচে ৪৮ জেলায় ২৪০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ১ম ব্যাচের ১৫৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী ১,৫২,৩২৯ ডলার (১,৯০,৪১,১২৫ টাকা) আয় করেছে। ২য় ব্যাচের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে। ২য় ব্যাচে ১৪৬১ জন ৫১,৮৫০ ডলার (৬৪,৮২,০০০ টাকা) আয় করেছে। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখছে।

উদ্দেশ্য ঃ

১. কর্মপ্রত্যাশী যুবদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আউটসোর্সিং এর উপযোগী করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

২. আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে যুবদের স্বনির্ভরতা অর্জনে সহায়তা করা।

৩. আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা।

কার্যক্রম	এডিপি বরাদ্দের লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)	আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)	প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা জন	প্রশিক্ষণ অগ্রগতি জন
মোট প্রকল্প ব্যয় (জানুয়ারি ২০২৪ হতে ডিসেম্বর ২০২৬)	২৯৯৯৯.০০	৪৯৮২.০৮	৪৮০০	৪৮০০
২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ	-	-	-	-
২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ প্রদান	-	-	-	-
২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ	৫০০০.০০	৪৯৮২.০৮	-	-
২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ প্রদান	-	-	৪৮০০	৪৮০০

সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ

১। যানবাহন চালনা প্রশিক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত):

দেশে সড়ক দুর্ঘটনা রোধকল্পে যানবাহন চালনায় দক্ষ ড্রাইভার তৈরি করে দেশে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে এ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল। প্রকল্পের আওতায় ৪০টি কেন্দ্রে ৬৪টি জেলার প্রশিক্ষণার্থীগণ অংশগ্রহণ করেছে। প্রকল্পটির লক্ষ্য ছিল ৪০,০০০ জন কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবনারী যানবাহন চালনা বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়া। প্রকল্পের আওতায় জানুয়ারি ২০২১ থেকে ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত ২৫টি ব্যাচে সর্বমোট ৪০,০০০ জন যুবকে গাড়িচালনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে পেশাদার লাইসেন্স পেয়েছেন ২১,৩৪১ জন এবং আত্মকর্মী হয়েছেন ৪,১৭২ জন। প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০২৪ মাসে সফলতার সাথে সমাপ্ত হয়।

কার্যক্রম	এডিপি বরাদ্দের লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)	আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)	প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা জন	প্রশিক্ষণ অগ্রগতি জন
মোট প্রকল্প ব্যয় (জানুয়ারি ২০২১-ডিসেম্বর ২০২৪)	১১৯৭৫.৭৯	১১০৭৮.৩৬	৪০০০০	৪০,০০০
২০২০-২০২১ অর্থবছর	৫৭০.০৮	৫৭০.০৮	-	-
২০২১-২০২২ অর্থবছর	৩৮০৪.৩৫	৩৭৮৯.৩০	৪,৮০০	৪,৬১৯
২০২২-২০২৩ অর্থবছর	১৪০৩.৫৩	১৩৭৭.৫৮	৮,০০০	৭,৭৯৪
২০২৩-২০২৪ অর্থবছর	৪৩৯৬.৮৩	৩৬১৯.৭২	১৯,২০০	১৯,১৮৮
২০২৪-২০২৫ অর্থবছর	১৮০১.০০	১৭২১.৬৮	১৯,২০০	১৯,১৮৮
ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত পেশাদার লাইসেন্স প্রাপ্ত	-	-	-	২১,৩৪১ জন
ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত আত্মকর্মী হয়েছেন	-	-	-	৪,১৭২ জন

২. শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্প

বাংলাদেশ উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশে পদার্পণ করেছে। কোভিড-১৯ এর সময়ে দেশে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ ছাড়া বিদেশ হতে কর্মচ্যুত হয়ে দেশে ফেরা প্রবাসীদের কারণে বেকারের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায়। উন্নত দেশ তাদের অনেক কাজ উন্নয়নশীল দেশ হতে অর্থের বিনিময়ে সম্পাদন করে থাকে। বাংলাদেশের শিক্ষিত যুবরা এ সুযোগ গ্রহণের মাধ্যমে তাদের কর্মসংস্থান ও বৈদেশিক মুদ্রা আয় করতে পারে। এসব শিক্ষিত যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল।

প্রাথমিক অবস্থায় দেশের ১৬টি জেলায় প্রতি বছর ৪টি ব্যাচে ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচএসসি পাশ এবং প্রশিক্ষণার্থীদের বয়স ১৮ থেকে ৩৫ বছর নির্ধারিত ছিল। ৩ মাস বা ৬০০ ঘন্টা মেয়াদী প্রশিক্ষণে প্রতি ব্যাচে ৪০ জন যুবক ও যুবনারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

কার্যক্রম	এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)	প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা জন	প্রশিক্ষণ অগ্রগতি জন
মোট প্রকল্প ব্যয় (জুলাই ২০২২- জুন ২০২৫	৪৭৫০.০০	২১৫.৫০	-	-
২০২২-২০২৩ অর্থবছর	৪৯৬.০০	২১৫.৫০	৬৪০	৬৪০
২০২৩-২০২৪ অর্থবছর	২১৭৫.০০	২১৭৪.৯৮	২৫৬০	২৫৬০
২০২৪-২০২৫ অর্থবছর	২৪০৪.০০	২৪০২.৮৮	৩২০০	৩২০০

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন প্রকল্পসমূহ

(লক্ষ টাকা)

নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়
১.	জুলাই ২০২৪ গণঅভ্যুত্থানে আহত শহিদ পরিবারের সদস্যদের আর্থ সামাজিক অবস্থা সুদৃঢ়করণে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃজন প্রকল্প	জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৮	৬৫০০০.০০
২.	তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন যুবদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প	জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৭	৪৪৯০.০০
৩.	যানবাহন চালনা প্রশিক্ষণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প	জানু ২০২৫-ডিসে ২০২৭	১৯১৪৮.০০
৪.	কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প	জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৮	২৯১৯১.০০
৫.	দেশের ১১টি জেলায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপপরিচালকের কার্যালয় নির্মাণ প্রকল্প	জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৭	২৪৯৪৩.০০
৬.	কর্মপ্রত্যাশী যুবদের মোবাইল সার্ভিসিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্যোক্তা তৈরি প্রকল্প	জানু ২০২৫-ডিসে ২০২৭	৫০৬০৭.৪২
৭.	Life Skill Development for Youth of FDMN	জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৫	১০৭৭৩.০০
৮.	Skill Development and |Employment Generation for Youth for Youth of Host Community under Chittagong Division শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৮	১৩২০৪
৯.	শিক্ষিত যুবদের উৎপাদিত পণ্য ই-কমার্সের মাধ্যমে বিপণন ও তথ্য প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন যুবদের উদ্যোক্তায় রূপান্তরকরণ প্রকল্প।	জানু ২০২৫-ডিসে ২০২৬	২০৭০০.০০
১০.	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৮	৩০৩৭৮.০০
১১.	কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র এবং আঞ্চলিক মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের আধুনিককরণ প্রকল্প	জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৮	৩৭১৭০.০০
১২.	তারুণ্যের উৎসব বাস্তবায়ন প্রকল্প	জুন ২০২৫-ডিসে ২০২৫	২৯৭২.০০
১৩.	ন্যাশনাল সার্ভিস প্রকল্প	জুলাই ২০২৩-জুন ২০২৬	২৪১৫৬৯.০০
১৪.	দিনাজপুর ও জামালপুর যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রশিক্ষণ ভবন নির্মাণ প্রকল্প	জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৬	১৯২০.০০
১৫.	শারীরিক ও মানসিকভাবে অক্ষম নাগরিকদের সেবা প্রদানের জন্য কেয়ারগিভার তৈরি প্রকল্প	জানু ২০২৫-ডিসে ২০২৭	৪৮৯০.০০
১৬.	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব শপিং ব্যাগ ব্যবহারে সচেতনতা সৃষ্টি শীর্ষক প্রকল্প।	জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৭	১৪৮৯.৫৬
১৭.	যুব সমাজকে মাদকাসক্তি থেকে বিরত রাখার লক্ষ্যে যুব সংগঠনের মাধ্যমে সীমান্তবর্তী জেলাসমূহে প্রশিক্ষণ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৭	৪৯৭৮.০০
১৮.	যুব উদ্যোক্তা সৃজন শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৭	১২৮০৬.০০
১৯.	Imparting Language Training in TVET for Enhancing Youth's Employability Project	জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৮	২৩১৪৪.০০
২০.	তথ্য প্রযুক্তি খাতে যুবদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রকল্প	জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৮	৯৬৫৮০.০০
২১.	যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের বিদ্যমান অবকাঠামো সংস্কার ও মেরামত প্রকল্প	জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৮	২৯৫০০.০০
২২.	দক্ষতা সেবা উন্নয়ন প্রকল্প	জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৭	৪৯৮৩.০৩
২৩.	পার্বত্য অঞ্চলের জনসাধারনের জন্য পর্যটনভিত্তিক কর্মসংস্থান সৃজন প্রকল্প	জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৮	৪৯০০.০০
		মোট	**৭৩৫৩৩৬.০০**

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বাজেট

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	রাজস্ব	উন্নয়ন
২০১৯-২০২০	৩২৩৭৫.০০	২৮২৬.০০
২০২০-২০২১	৩৪৩৯৭.০০	৩৪৪০.০০
২০২১-২০২২	৪৪০৬৪.০০	৫৩৫৮.০০
২০২২-২০২৩	৫০৮৫৭.০০	৪২৩৬.০০
২০২৩-২০২৪	৫৮০৫২.৭৬	২৩৪৩৯.০০
২০২৪-২০২৫	৫৮৪০৭.৫২	৩৩৮০৯.০০

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বার্ষিক রাজস্ব এবং উন্নয়ন বরাদ্দ (বিগত ০৫ বছর)

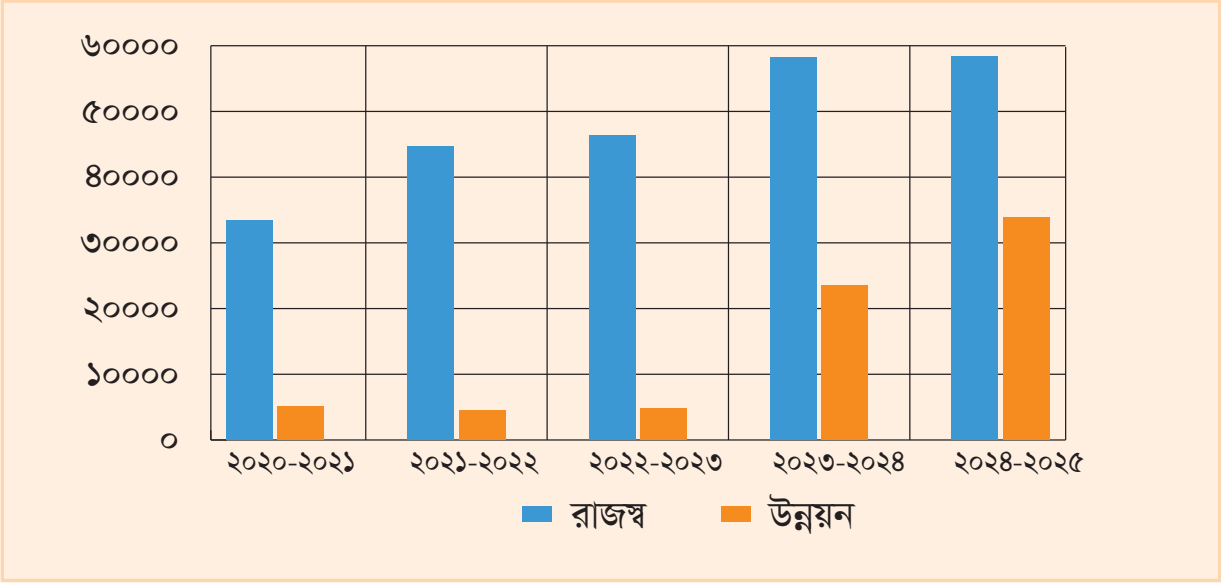

১৪.০ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বার্ষিক (রাজস্ব এবং উন্নয়ন) বরাদ্দ ও ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র (বিগত ০৫ বছর)

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)		অর্থ ব্যয় (লক্ষ টাকা)		ব্যয়ের শতকরা হার (%)	
	রাজস্ব	উন্নয়ন	রাজস্ব	উন্নয়ন	রাজস্ব	উন্নয়ন
২০২০-২০২১	৩৩৪২৬.৭০	৫১০৭.৮০	৩০১১৫.৫১	৪৩০৭.৮৩	৯০.০৯	৮৪.৩৪
২০২১-২০২২	৪৪৬৭৯.১১	৪৫৬০.০০	৩৬৯৭০.৩৮	৪৪৫২.৯০	৮২.৭৫	৯৭.৬৫
২০২২-২০২৩	৪৬৩৩৪.১৩	৪৭৩২.০০	৩৭৮০৭.৯৬৪	৩২৭০.৬০	৮১.৬০	৬৯.১২
২০২৩-২০২৪	৫৮২৫৬.৬১	২৩৪৩৯.০০	৪৭৫৮৪.৬৮	২৩৭০২.৯৭	৮২.২৩	১০১.১২
২০২৪-২০২৫	৫৮৪০৭.৫২	৩৩৮০৯.০০	৪৬৬৮৬.৮১	৩৩৭৭১.৯০	৮০.০০	৯৯.৯১

বার্ষিক রাজস্ব বরাদ্দ ও ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র

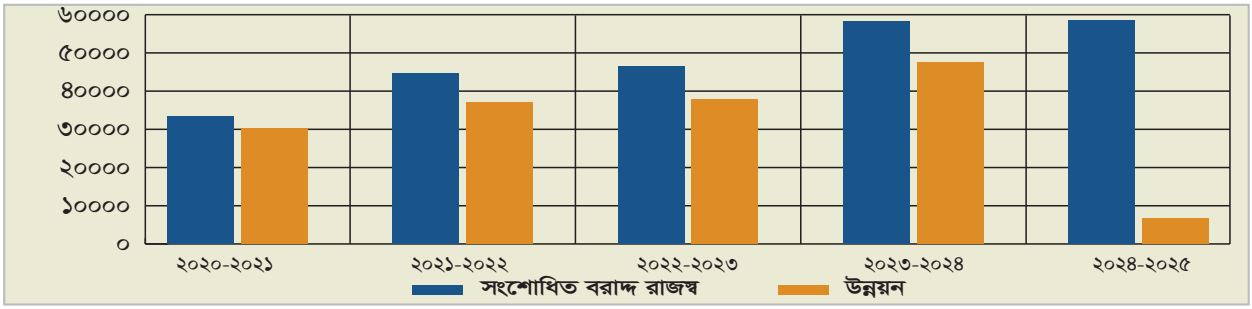

বার্ষিক উন্নয়ন বরাদ্দ ও ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র

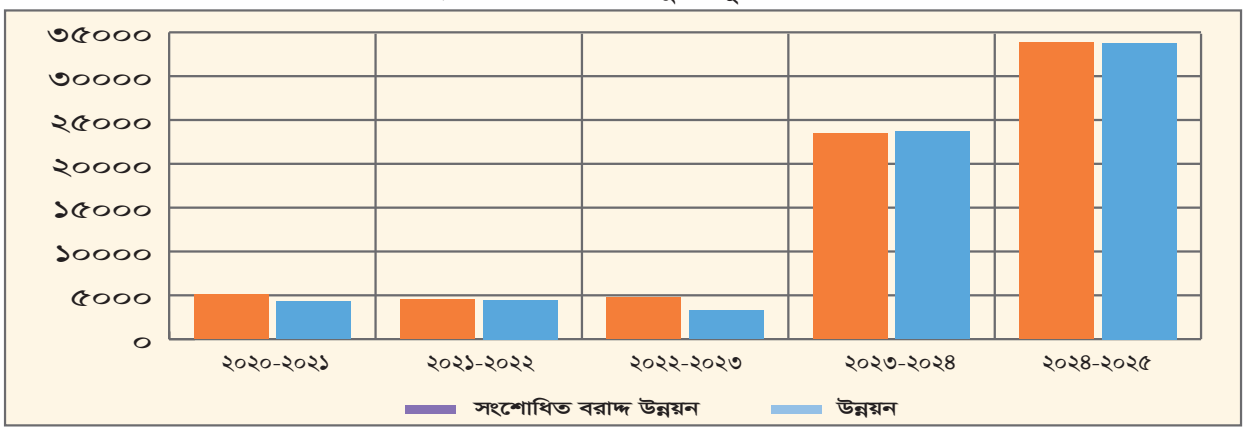

২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উন্নয়ন বাজেট

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	প্রকল্প	বরাদ্দ	ব্যয়
২০২৩-২৪২৫	১১টি	২৩৪৩৯.০০	২৩৭০২.৯৭
২০২৪-২০২৫	১১টি	৩৩৮০৯.০০	৩৩৭৭১.৯০

এক নজরে শুরু থেকে জুন ২০২৫ পর্যন্ত যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রমের অগ্রগতি ঃ

নং	কার্যক্রম	ক্রমপুঞ্জিত অর্জন
১.	মোট প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	৭৪,৫৪,৯৯৫জন
২.	মোট আত্মকর্মীর সংখ্যা	২৪,৬৮,০৮৭ জন
৩.	মোট প্রাপ্ত যুব ঋণ তহবিলের পরিমাণ	১৬৬,৫২.২০ লক্ষ টাকা
৪.	মোট বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ	২৭১২৮১.৮৬ লক্ষ টাকা
৫.	মোট ঋণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	১০,৯৭,৬৭৭ জন
৬.	মূল ঋণ তহবিল থেকে আদায়কৃত প্রবৃদ্ধি	৩০৬৭৯.৭২ লক্ষ টাকা
৭.	আদায়কৃত প্রবৃদ্ধিসহ মোট ঋণ তহবিল	৪৭০৭০.৩২ লক্ষ টাকা
৮.	ঋণ আদায়ের গড় হার (%)	৯৫.৯১%
৯.	ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান	২,৩৫,৩৪৭ জন
১০.	ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় দুই বছরের অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি	২,৩২,৯৯৬ জন
১১.	যুব কল্যাণ তহবিল থেকে বিতরণকৃত অনুদানের পরিমাণ	৪১৭৬.২৬ লক্ষ টাকা
১২.	যুব কল্যাণ তহবিল থেকে অনুদান বিতরণকৃত যুব সংগঠনের সংখ্যা	১৭,৫৬৮টি
১৩.	যুব কল্যাণ তহবিলের মূলধনের পরিমাণ	৩৬কোটি টাকা
১৪.	অনুন্নয়ন খাত থেকে বিতরণকৃত অনুদানের পরিমাণ	১ কোটি ৮৫ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা
১৫.	অনুন্নয়ন খাত থেকে অনুদান বিতরণকৃত যুব সংগঠনের সংখ্যা	২,৫৩৬ টি
১৬.	যুব সংগঠন তালিকাভুক্তি	১৮,৪৫৮টি
১৭.	নিবন্ধিত যুব সংগঠনের সংখ্যা	৮১৮২টি
১৮.	যুব উন্নয়ন বিষয়ে ডিপ্লোমা লাভ	১৭৫ জন।
১৯.	জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান	৫৪৬ জন।
২০.	জনসচেতনতামূলক অনুষ্ঠান	৫৬৫টি
২১.	কমনওয়েলথ যুব পুরস্কার লাভ	১৯ জন।
২২.	সার্ক যুব পুরস্কার লাভ	০২ জন।
২৩.	আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা	৭১ টি
২৪.	আত্মকর্মী যুবদের মাসিক গড় আয়	৬,০০০/- হতে ১,০০,০০০/- টাকা
২৫.	ডি নথির ব্যবহার	প্রধান কার্যালয়সহ ৯৮টি কার্যালয়
২৬.	উন্নয়ন খাত থেকে রাজস্বখাতে স্থানান্তরের সংখ্যা	৫৯৩৫ জন
২৭.	চাকুরী নিয়মিতকরণের সংখ্যা	৪২৭৮ জন
২৮.	পদ স্থায়ীকরণের সংখ্যা	৫৪১৮ টি
২৯.	পদোন্নতির সংখ্যা	৮৩০ জন
৩০.	নিয়োগের সংখ্যা	৫৮৯০ জন

অন্যান্য কার্যক্রম

১। যুব সংগঠন নিবন্ধন এবং পরিচালনা

যুব সংগঠনের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য যুব সংগঠন (নিবন্ধন এবং পরিচালনা) আইন ২০১৫ প্রণীত হয়েছে। আইনটি কার্যকর করার জন্য যুব সংগঠন (নিবন্ধন এবং পরিচালনা) বিধিমালা ২০১৭ প্রণীত হয়েছে। যুব সংগঠন (নিবন্ধন এবং পরিচালনা) আইন ২০১৫ এর আওতায় যুব সংগঠন নিবন্ধন কার্যক্রম অব্যাহত আছে। জুন/২০২৫ পর্যন্ত স্বীকৃতিপ্রাপ্ত যুব সংগঠনের সংখ্যা-২৩৭৫ এবং নিবন্ধনকৃত যুব সংগঠনের সংখ্যা-৫৮০৭টি। গত ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ৭৪৪টি যুব সংগঠন নিবন্ধন করা হয়েছে।

২। জনসচেতনতামূলক সভা/সেমিনার আয়োজন

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অধীন জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে শান্তি শৃংঙ্খলা উন্নয়নে এবং সামাজিক সচেতনতায় যুবদের ভূমিকা শীর্ষক জনসচেতনতামূলক সভা/সেমিনার আয়োজন করা হয়। এসব সভা/সেমিনারে যুব সংগঠক, প্রশিক্ষণার্থী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করে থাকেন। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ সভা/ সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ৫৬৫টি জনসচেতনতামূলক সভা/ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা জনাব আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া

ছাত্র-জনতার জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থান দিবস পালন উপলক্ষে প্রতীকী ম্যারাথন প্রতিযোগিতার চিত্র

৩। জাতীয় যুব পুরস্কার-২০২৪ প্রদান

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০১ অক্টোবর ২০১১ তারিখের ৩৩১ নং পরিপত্রমূলে প্রতিবছর ০১ নভেম্বর জাতীয় যুব দিবস উদযাপন করা হয়।

১ নভেম্বর জাতীয় যুব দিবস উদযাপনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ জাতীয় যুবপুরস্কার প্রদান। ১ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষ্যে সফল আত্মকর্মী ক্যাটাগরিতে ১২ জন এবং যুব সংগঠক ক্যাটাগরিতে ০৩ জনসহ মোট ১৫ জনকে জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদানের জন্য নির্বাচন করা হয়।

জাতীয় যুব দিবস ২০২৪ উপলক্ষ্যে জাতীয় যুব পুরস্কার প্রাপ্তদের ফটোসেসন

৪। আন্তর্জাতিক যুব দিবস-২০২৪ উদযাপন

জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষণার প্রেক্ষিতে ২০০০ সাল থেকেই প্রতি বছর ১২ আগস্ট সারা বিশ্বে আন্তর্জাতিক যুবদিবস উদযাপিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার যুবদের সম্পৃক্ত করে একটি সুনির্দিষ্ট প্রতিপাদ্যকে কেন্দ্র করে প্রতিবছর দিবসটি আড়ম্বরপূর্ণভাবে পালন করে আসছে।

১২ আগস্ট ২০২৪ আন্তর্জাতিক যুব দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ বছর আন্তর্জাতিক যুব দিবসে প্রতিপাদ্য বিষয়- "Form Clicks to Progress: Youth Digital Pathways for Sustainable Development"-এর উপর কেন্দ্রীয়ভাবে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সম্মানিত মহাপরিচালক জনাব ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান (গ্রেড-১) সভাপতিত্ব করেন।

৫। ৬৪টি খাল/জলাশয় পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম

জাতীয় যুব দিবস ২০২৪ উদযাপন উপলক্ষ্যে পরিবেশ সহায়ক কার্যক্রম হিসেবে ৬৪ জেলায় ৬৪টি খাল ও জলাশয় পরিষ্কার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এ কাজে মহাপরিচালকের কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তা, মাঠপর্যায়ের উপপরিচালক, কো-অর্ডিনেটর, ডেপুটি কো-অর্ডিনেটরগণ প্রশিক্ষণার্থী, যুব সংগঠক, স্থানীয় প্রশাসন, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও স্থানীয় সাধারণ জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। অক্টোবর ২০২৪ মাসের শেষ সপ্তাহে মহাপরিচালক (গ্রেড-১) মহোদয়ের সভাপতিত্বে এক বিস্তারিত প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় ভার্চুয়ালি সংযুক্ত ছিলেন। এ সভায় খাল পরিষ্কারকরণ কার্যক্রমটি বাস্তবায়নের কর্মকৌশল চূড়ান্ত করা হয়। সভায় ৬৪টি জেলায় ৬৪টি খালের তালিকা প্রকাশ করা হয়। তালিকায় খালের নাম, অবস্থান, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ, জেলার নাম উল্লেখ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে ১-১৫ নভেম্বর ২০২৪ তারিখ পক্ষকালব্যাপী কর্মসূচির মাধ্যমে ৬৪টি খাল পরিষ্কার করা হয়। ৬৪টি খালের মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ১১৯ কি.মি।

জাতীয় যুব দিবস ২০২৪ উদযাপন উপলক্ষ্যে রামপুরা-ইটখোলা পরিচ্ছন্নকরণ অভিযানের উদ্বোধন করেন বন পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান

জাতীয় যুব দিবস ২০২৪ উদযাপন উপলক্ষ্যে খাল পরিচ্ছন্নকরণ কর্মসূচির খন্ডচিত্র

বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র এবং যুব উন্নয়ন একাডেমির মাধ্যমে পরিচালিত কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ:

আচরণ ও শৃংখলা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ২. নিরীক্ষা ও অর্থ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ৩. ইন্টারনেট ও ট্রাবল স্যুটিং বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ ৪. কম্পিউটার হার্ডওয়্যার এন্ড ট্রাবল স্যুটিং বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ ৫. ই-ফাইলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ ৬. ই-ফাইলিং বিষয়ক রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ ৭. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ ৮. কমিউনিকেটিভ ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ৯. আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ১০. বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ ১১. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ১২. বিষয় ভিত্তিক রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ ১৩. বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ ১৪. ওয়েব পোর্টাল ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ১৫. ইন্টারনেট ও প্রশাসনিক কার্যক্রম বিষয়ক বিশেষ প্রশিক্ষণ।

উপসংহার

যুবসমাজ দেশের জনশক্তির সবচেয়ে গুরুত্বর্পূর্ণ অংশ। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি। বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে যুবশক্তিকে দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সম্পৃক্ত করার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যুবদের রয়েছে অফুরন্ত প্রাণশক্তি, সৃজনশীল কর্মক্ষমতা, ক্লান্তিহীন উৎসাহ, ঝড়ের ন্যায় গতিবেগ, অদম্য কর্মস্পৃহা ও কর্মোদ্দীপনা। জাতীয় উন্নতি অনেকাংশে যুবসমাজের সঠিক ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ইহার ভিশন ও মিশন বাস্তবায়নে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে।